বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

সম্পাদনা পর্ষদ

নির্দেশনায়

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক

মো. শহীদুল আলম এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ

সদস্য

মো. আমিনুর রহমান
উপসচিব, সেবা ও প্রটোকল

শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী
উপসচিব, আইন প্রণয়ন

মো. আবু রায়হান
সিস্টেম এনালিস্ট

সদস্য সচিব

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব, সংসদ ও সমন্বয়

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২০

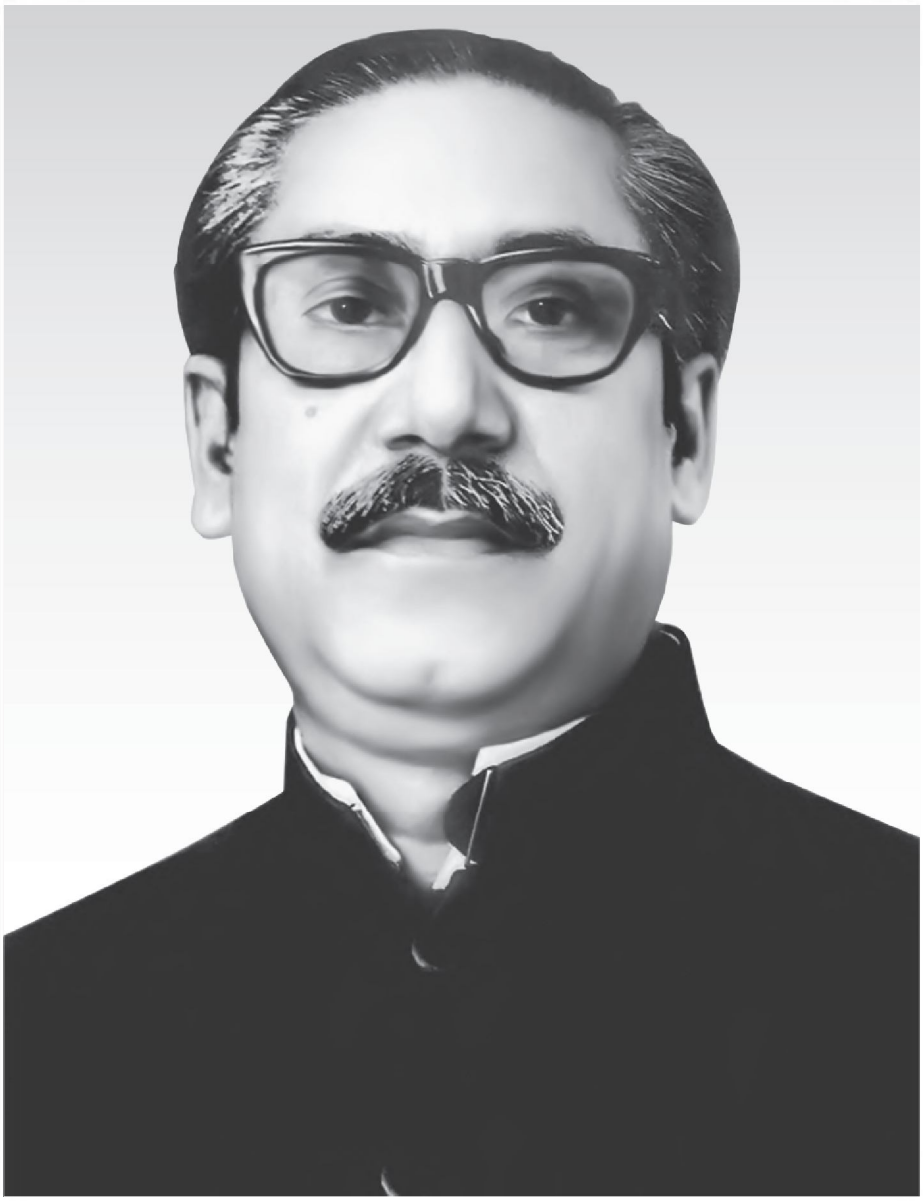

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিশালী রিজার্ভ গঠনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের অবদান ৬০ শতাংশেরও বেশি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতি উপজেলা হতে গড়ে ১০০০ জন দক্ষ কর্মী বিদেশে প্রেরণের এবং বিদেশ গমনেচ্ছু ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে আমরা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শ্রম অভিবাসনের সকল পর্যায়ে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

ইতোমধ্যে বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "প্রবাসী কর্মী বীমা স্কিম"-টি উদ্বোধন করা হয়েছে। বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা/অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে "প্রবাসবন্ধু কলসেন্টার" স্থাপন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্য দেশের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে অতিরিক্ত বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত আসা কর্মী অথবা করোনায় মৃত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যদের মাত্র ৪% সরল সুদে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরো সহজীকরণসহ অভিবাসী ভাইবোনদের কল্যাণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং বিদেশে বাংলাদেশের মিশনে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইমরান আহমদ, এমপি



সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও নির্বাচনী ইশতেহারসহ আন্তর্জাতিক দলিলে শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত অভিবাসন বিষয়ক নীতি কৌশলের আলোকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণের মিশন নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তিনটি সংস্থা যথা: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবং ২৬টি প্রধান গন্তব্য দেশের বাংলাদেশ মিশনে ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ৯৫ শতাংশ শেয়ারে প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংক প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশি কর্মীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসহ মোট ৭০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতার স্বীকৃতির জন্য প্রদান করা হচ্ছে RPL সনদ। শ্রম অভিবাসনকে দক্ষতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- "মুজিব বর্ষের আহবান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান।" পাশাপাশি, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ অভিবাসী কল্যাণে সুনির্দিষ্ট ১৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কর্মী প্রেরণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও প্রবাসী ভাই-বোনদের নিকট থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেকর্ড ১৮.২১ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গিয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭% বেশি।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবা সহজীকরণ এবং অংশীদারিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান ও দারিদ্র বিমোচন, এসডিজি লক্ষ্য অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের আছে প্রণিধানযোগ্য অর্জন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। একই সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন



অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসীদের স্বপ্নের সারথি। অভিবাসীদের কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পথ সুগম করতেই এ মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর ছুটে চলা। সেই চলার পথে আলো ফেলছে মন্ত্রণালয়ের স্লোগান, "মুজিববর্ষের আহবান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"। দক্ষ মানে ভাষায় দক্ষ, কর্মে দক্ষ, অর্থ আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষ।

আমরা অনন্য জাতির সন্তান। বঙ্গবন্ধুর দেশের মাটি আমাদের অঙ্গে। সেই বীরগাঁথা মাটির প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বিশ্ববাজারের চাহিদার সঙ্গে নিজেদেরকে উপযুক্ত করতে হবে, দক্ষ হতে হবে। এ দেশটা আমাদের, এ দেশের মানুষগুলো আমাদের। আমরা তাদেরকে জয়ী করে এবং সুখী করেই সুখী হতে চাই। কারণ, বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রাণ। সেই প্রাণে প্রাচুর্য দিতেই আমরা নিয়োজিত, আমরা নিবেদিত। আমরা বিশ্বাস করি দেশাত্মবোধে আমরা পরস্পর পরিপূরক।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সর্বোপরি রূপকল্প-২০২১, এসডিজি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা এবং মুজিববর্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তারই সালতামামি উপস্থাপনের জন্য এই প্রতিবেদন প্রকাশ।

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি মহোদয়ের প্রাজ্ঞ দিক-নির্দেশনা এবং সচিব মহোদয়ের বলিষ্ঠ প্রশাসনিক নেতৃত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিবাসীগণের জন্য কল্যাণকর কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমার কাজকে সহজ করেছে কমিটির সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। আমি তাই কৃতজ্ঞ ও উচ্চতর ধাপে সেবার মান উন্নয়নের প্রত্যাশী।

মো. শহীদুল আলম এনডিসি
আহ্বায়ক, সম্পাদনা পর্ষদ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

২০১৯-২০ অর্থবছরটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ উদযাপনের নানা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়; অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বৈশ্বিক শ্রমবাজারের উপর ঋণাত্মক অভিঘাত। এরই মাঝে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ৯৫ শতাংশ শেয়ারে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তফশিলি ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই অর্থবছরে মোট ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৭ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে সরকার আগস্ট ২০১৯ মাসে ২% প্রণোদনা ঘোষণা করার ফলে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রেকর্ড ১৮.২১ বিলিয়ন মাঃ ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মোট ০৭ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে বছরব্যাপী বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অভিবাসন বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৭ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত ০৪ জনকে কারাদন্ড এবং ১৯ জনকে অর্থদন্ড দিয়ে মোট ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

মুজিববর্ষে দক্ষতা উন্নয়নের উপরে জোর দিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "মুজিববর্ষের আহবান/দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"। মুজিববর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ অভিবাসী কল্যাণে সুনির্দিষ্ট ১৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

অক্টোবর, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ ও সেশেলস এর মধ্যে Agreement on Labour Co-operation (ALC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। একই মাসে কম্বোডিয়ায় টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি "Record of discussion" স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কম্বোডিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত হয়। জাপানের সাথে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য Memorandum of Co-operation (MoC)

স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জাপানে ৯ম স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার সেন্ডিং দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

নভেম্বর, ২০১৯ মাসে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মাসে রিয়াদ, সৌদি আরবে কার্যকরভাবে ৩য় যৌথ কারিগরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অংশগ্রহণে আবুধাবী ডায়ালগের সফল সম্মেলন হয়েছে। কাতারের দোহায় ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিত যৌথ কারিগরি কমিটি (JTC) এর বৈঠকে কাতার বাংলাদেশ থেকে দক্ষকর্মী নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

"দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে"-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বীমা স্কিম উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তিনি অভিবাসনে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি ও সিআইপিদের সম্মাননা প্রদান করেন।

করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশী কর্মীরা যেন করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগ পেতে পারে, সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের মাঝে বিশেষ বরাদ্দের ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনার কারণে বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনায় করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে সকল প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ৩ লক্ষ টাকা প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ লকডাউন সময়কালীন বিদেশ প্রত্যাগত ৫ হাজার ৯শত ৭৪ জন কর্মীকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিক মোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরটি কর্মমুখরভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৫
অধ্যায়-২	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স	২১
অধ্যায়-৩	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধান	২৭
অধ্যায়-৪	দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৩১
অধ্যায়-৫	অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন, নীতি, বিধি ও কৌশলগত ব্যবস্থা	৩৫
অধ্যায়-৬	গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	৪১
অধ্যায়-৭	উন্নয়ন প্রকল্প	৪৩
অধ্যায়-৮	নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসনে গৃহীত কার্যক্রম	৪৫
অধ্যায়-৯	কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন	৪৭
অধ্যায়-১০	শ্রমকল্যাণ উইং	৫৭
অধ্যায়-১১	আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯	৫৯
অধ্যায়-১২	প্রবাসী কল্যাণমূলক কার্যক্রম	৬১
অধ্যায়-১৩	অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৬৩
অধ্যায়-১৪	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৬৫
অধ্যায়-১৫	মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৬৭
অধ্যায়-১৬	করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	৬৯
পরিশিষ্ট-১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের তালিকা	৭৩
পরিশিষ্ট-২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহ	৭৯

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে॥

বিভিন্ন দেশে আরও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক ও লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে॥

বিদেশে যাওয়ার সময় নমনীয় শর্ত ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে॥

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায় ১



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের অবদান অসামান্য। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কর্মী এ দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ দেশের তরুণ সমাজ একদিকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রবাসীদের অবদান বিবেচনায় নিয়ে তাঁদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আপন মহিমায় জন্ম লাভ করেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণ করলে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়। একে একে আমাদের প্রবাসীরা সারা বিশ্বেই সুনামের সাথে কাজ করতে থাকে। বৈদেশিক শ্রমবাজারে আমাদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান' নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে।

এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হল প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (BOESL) এর মাধ্যমে নানাবিধ শ্রম-অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, যার ৯৫ শতাংশ শেয়ার ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের।

এ মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বের ১৭৪ টি দেশে এক কোটির অধিক বাংলাদেশি কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



রূপকল্প বা ভিশন

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।



অভিলক্ষ্য বা মিশন

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ; নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।



লক্ষ্য

রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণ।



মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী



- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন।
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান।
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।



মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ উইং ও দপ্তর সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মূল সেবাপ্রার্থী অভিবাসীদের অবস্থান বিদেশে। তাঁদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেলের ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদান করা হয়।

অঞ্চল	শ্রম কল্যাণ উইং
এশিয়া	আবুধাবী, দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দোহা-কাতার, টোকিও-জাপান, সিউল-সাউথ কোরিয়া মাস্কাট-ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা-সৌদি আরব, মানামা-বাহরাইন, কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বন্দর সেরী বাগওয়ান-ব্রুনাই, বাগদাদ-ইরাক, আম্মান-জর্ডান, মালে-মালদ্বীপ, ব্যাংকক-থাইল্যান্ড, হংকং, বৈরুত-লেবানন।
আফ্রিকা	কায়রো-মিশর, ত্রিপলী-লিবিয়া, পোর্ট লুইস-মরিশাস, প্রিটোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপ	জেনেভা-সুইজারল্যান্ড, রোম, মিলান-ইতালি, এথেন্স-গ্রিস, মাদ্রিদ-স্পেন, মস্কো-রাশিয়া
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা-অস্ট্রেলিয়া

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে রিক্রুটিং এজেন্টসমূহকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার

সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর ওপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরনের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠিত হলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এই ব্যুরোকে একটি অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। এরপর ২০১৩ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা-২০০২ অনুযায়ী একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয়। ১৬ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পরিষদের (বোর্ড) সভাপতি। সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদেশ প্রত্যাগত ০১ জন নারীসহ ০৩ জন কর্মী এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) এর প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে চাকরির নিরাপত্তা ও কর্মীদের গুণগতমানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রবাসী কল্যাণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ও ব্যক্তিগত আগ্রহের ফসল এই ব্যাংক। বিদেশগমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মক্ষম বেকার জনশক্তিকে সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে জারিকৃত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সৃষ্টিলগ্নে এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০০ (একশত) কোটি টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকার ২০ (বিশ) কোটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৩৮০ (তিন শত আশি) কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৫টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ব্যাংকের আরও ৩৫টি শাখা উদ্বোধন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ -২০ অর্থবছরে ৫১৫.৫৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।



“আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে, তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব যে, বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে বিশ্ব কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(সূত্র: ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলা ভাষণ)

অধ্যায় ২



বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

২.১। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৪টি দেশে এক কোটি বিশ লক্ষের বাংলাদেশি বেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪,৯৯,০৩৭ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৪,৩৮,০৭৭ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৬০,৯৬০ জন



২০১৯-২০ অর্থবছরে সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি কর্মী গিয়েছেন। কম্বোডিয়া, চীন, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও সেশেলস এ নতুন শ্রম বাজার উন্মোচিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গন্তব্য দেশভিত্তিক ও উৎস জেলাভিত্তিক কর্মী প্রেরণের পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ ঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

(ক) শীর্ষ সাত গন্তব্য দেশ

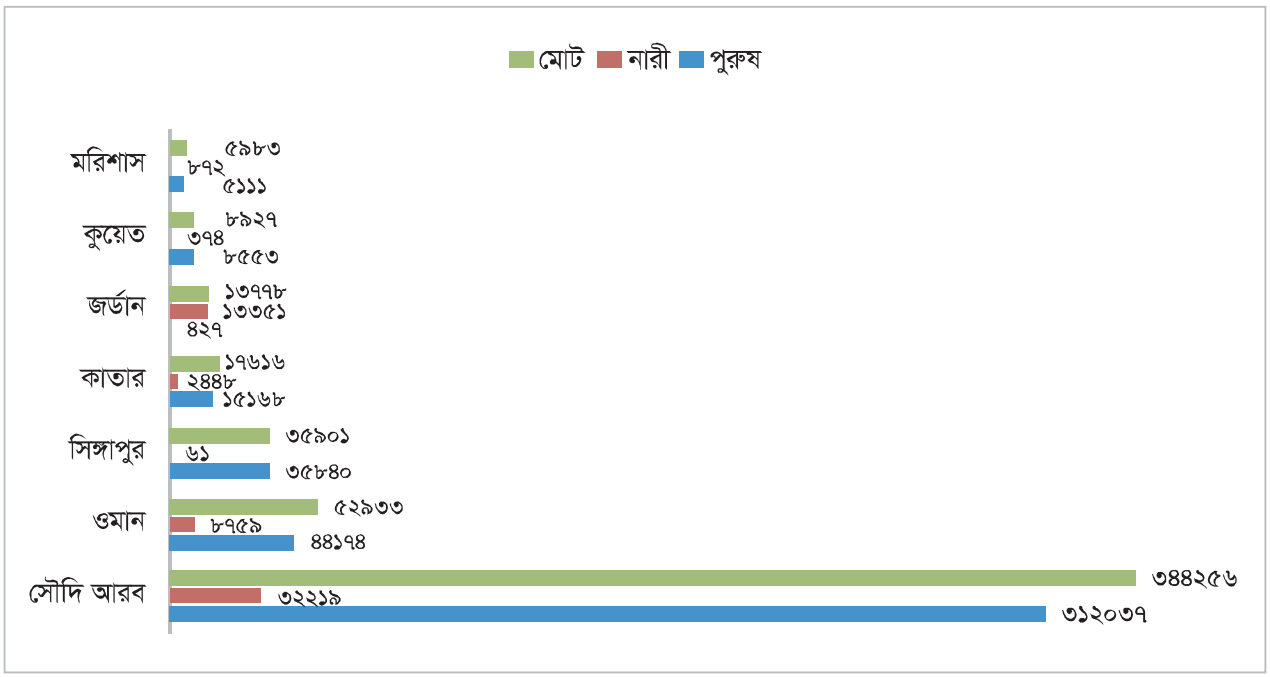

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি]

(খ) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গন্তব্য দেশ

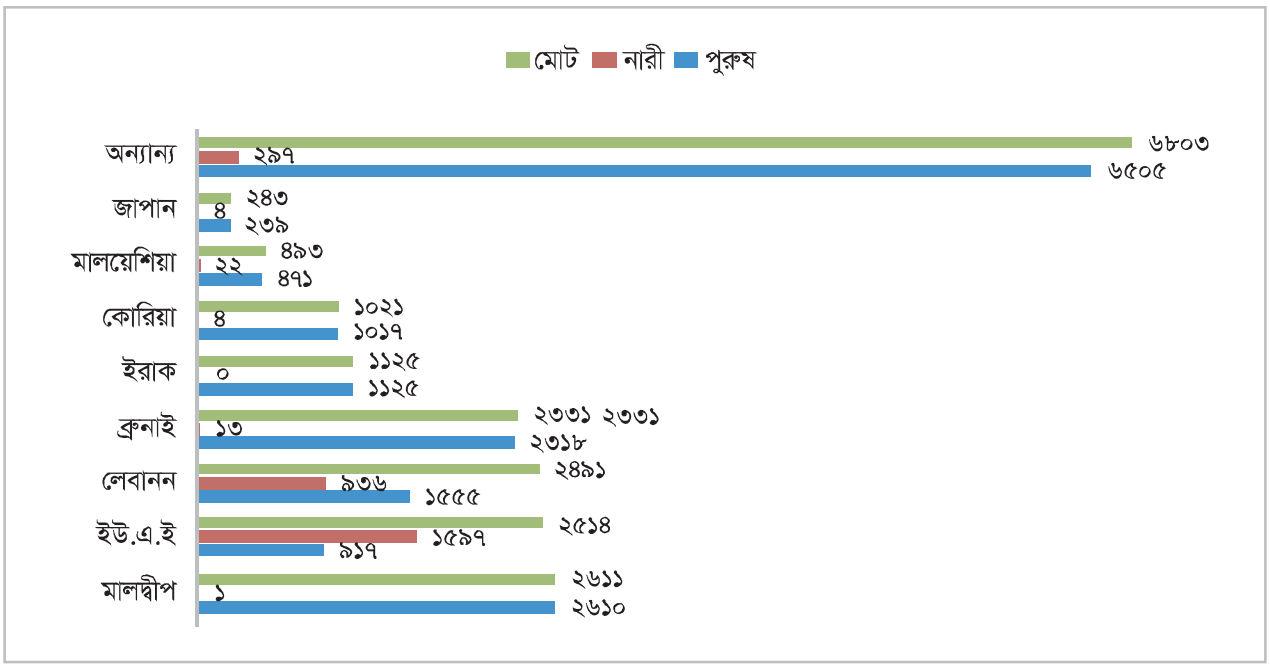

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি]



সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানব সম্পদ ও এমিরেটাইজেশন মন্ত্রী জনাব নাসের বিন জুমা আল হামলির সাথে বাংলাদেশি কর্মীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি মহোদয়ের বৈঠক (অক্টোবর, ২০১৯খ্রিঃ)।

(গ) জেলাভিত্তিক অভিবাসী কর্মী

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
কুমিল্লা	৫৪৫৯২	ফরিদপুর	১০৮৮২	নবাবগঞ্জ	৪২২০	সাতক্ষীরা	১৯২৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২৮৬৭	মানিকগঞ্জ	১০২৮০	মেহেরপুর	৩২৮৩	পটুয়াখালী	২০০৭
টাংগাইল	২৩৮২২	সুনামগঞ্জ	১০১৪৫	রাজবাড়ী	৩৮৩০	জয়পুরহাট	১৪৩৫
চট্টগ্রাম	২৬৭৮৭	মৌলভীবাজার	৯২৩৩	সিরাজগঞ্জ	২৭০৬	নড়াইল	১৯৮৪
ঢাকা	১৯৬৬৯	ফেনী	১১৯৬৬	ভোলা	৩৮৮৮	ঝালকাঠি	১৮৪৭
চাঁদপুর	২০৭৫৬	বগুড়া	৬৭৪৯	চুয়াডাঙ্গা	২১১৫	কুড়িগ্রাম	১৩১৩
কিশোরগঞ্জ	১৬৯৬৬	বরিশাল	৫৬৪৪	গাইবান্ধা	২২০৬	রংপুর	১২৪০
নরসিংদী	১৬৪৩৭	পাবনা	৪৫৫৭	পিরোজপুর	৩৬৮৫	দিনাজপুর	১২১৮
নোয়াখালী	১৯৩২৩	কক্সবাজার	১১৬৩২	নেত্রকোনা	২৩৯৩	শেরপুর	১১৪০
ময়মনসিংহ	১১৯৫৬	কুষ্টিয়া	৪৫৪৯	বরগুনা	২৬৭৪	নীলফামারী	৮৭৪
সিলেট	১৫৯৯৪	ঝিনাইদহ	৪০৫৫	রাজশাহী	২১৪৯	ঠাকুরগাঁও	৭৯১
গাজীপুর	১১৫৮৭	যশোর	৪৬৩০	নাটোর	২১৩১	খাগড়াছড়ি	৬২০
হবিগঞ্জ	১১৮৭৭	শরিয়তপুর	৫৮৩২	মাগুরা	১৯২২	লালমনিরহাট	৩৮৮
নারায়ণগঞ্জ	১১৬৮৬	নওগাঁ	৪৪০৫	গোপালগঞ্জ	২৬৯৭	পঞ্চগড়	৩২৪
মুন্সিগঞ্জ	১২৭১৬	মাদারীপুর	৬২৮৩	খুলনা	১৯৭৯	রাঙ্গামাটি	৩৩৬
লক্ষ্মীপুর	১৪৩৮৫	জামালপুর	৪৬১৪	বাগেরহাট	২৪৫৭	বান্দরবান	৩৭০
						সর্বমোট=	**৪,৯৯,০৩৭**

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি]

২.২ বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী প্রেরণ

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) সহ মোট ৭০ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫ টি ট্রেডে এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। টিটিসিগুলোর আধুনিকায়নসহ বিশ্বের চাহিদা ও মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলামের মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,১৩৭ জন পেশাজীবী, ১,৬৬,৩১১ জন দক্ষ, ২৫,৩৭২ জন আধা-দক্ষ এবং ৩,০৬,২০১ জন স্বল্প দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

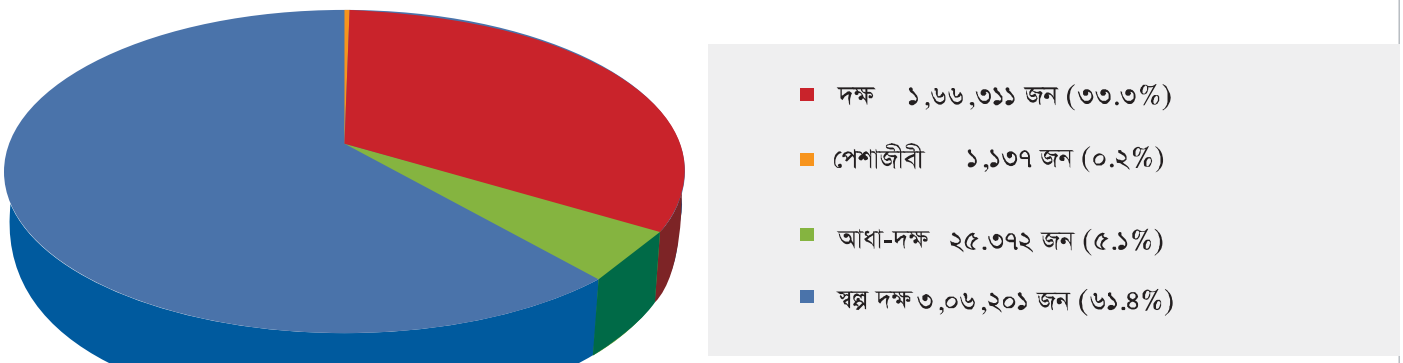

বিদেশে দক্ষতাভিত্তিক কর্মী প্রেরণের হার

২.৩ নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান/নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের নিরাপদ ও শোভন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০,৯৬০ জন নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান করা হয়েছে। এ হার মোট কর্মী প্রেরণের শতকরা ১২.২ ভাগ। গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীগণ দেশীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জর্ডান, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে গমনের সুযোগ পাচ্ছে।

- বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০.১২.২০১৯ তারিখে ১২ দফা নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

- বিদেশগামী নারী কর্মীদের যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া তদারকির মাধ্যমে নারী অভিবাসন নিরাপদ ও সুরক্ষিত করতে ১২.১২.২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মিশন) এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট "বিদেশগামী নারী কর্মী সুরক্ষা সেল" গঠন করা হয়েছে।

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আলোকে নারী কর্মীদের জন্য জব ফেয়ারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ০৮.১২.২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় ও ১৫.০২.২০২০ তারিখে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় নারী কর্মীদের জন্য জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- গৃহকর্মী পেশায় সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু নারীদের হাউজ কিপিং কোর্সে ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাউজকিপিং এন্ড ক্যান্টনিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ০২ মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ নারীদেরকে হংকং ও ম্যাকাও এ প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও শোভন পেশা ও নতুন গন্তব্য দেশ উন্মোচনের অংশ হিসেবে হোটেল হাউজ কিপিং, বিউটিফিকেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং চীন ও জাপানে কেয়ারগিভার পেশায় নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।



নারী কর্মীর সুরক্ষায় মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক উদ্যোগ

২.৪ সরকারিভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) Employment Permit System এর আওতায় স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ, জাপান ও বাহরাইনে ৮৫২৫ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। যার মধ্যে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরিত কর্মী ৬,৩০৮ জন। এ সময়কালে প্রেরিত কর্মীর শতকরা ৮৬.৩৯ ভাগই নারী কর্মী। বোয়েসেল কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

কার্যক্রম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
কর্মী প্রেরণের মোট সংখ্যা	১১,০৩৩	১১,৫১৯	৮,৫২৫
শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে বৈদেশিক নিয়োগ	৪৪৮৬	৬৩৬৩	৬৩০৮
কর্মী পিছু বাৎসরিক মোট আয়ের বিপরীতে মোট অভিবাসন ব্যয়ের হার হ্রাস (%)	৩.৮০%	৩.৯৪%	৬%
নারী কর্মী প্রেরণ	৭৪১০	৯২২০	৭৩৬৪
প্রেরিত মোট কর্মীর মধ্যে নারী কর্মীর হার (%)	৭৩.৮৩%	৮০.০৪%	৮৬.৩৯%



সরকারি ভাবে কর্মী প্রেরণে প্রাক-বহির্গমন প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

২.৫ রেমিটেন্স

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্বিতীয় প্রধান উৎস বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্স। সরকার ২০১৯ সালে বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিটেন্সের উপর ২% প্রণোদনা ঘোষণা করার ফলে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রেকর্ড ১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বেশি । সরকারের এই প্রণোদনা অভিবাসীদের বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং রেমিটেন্স প্রেরণের খরচও হ্রাস পেয়েছে, যা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স

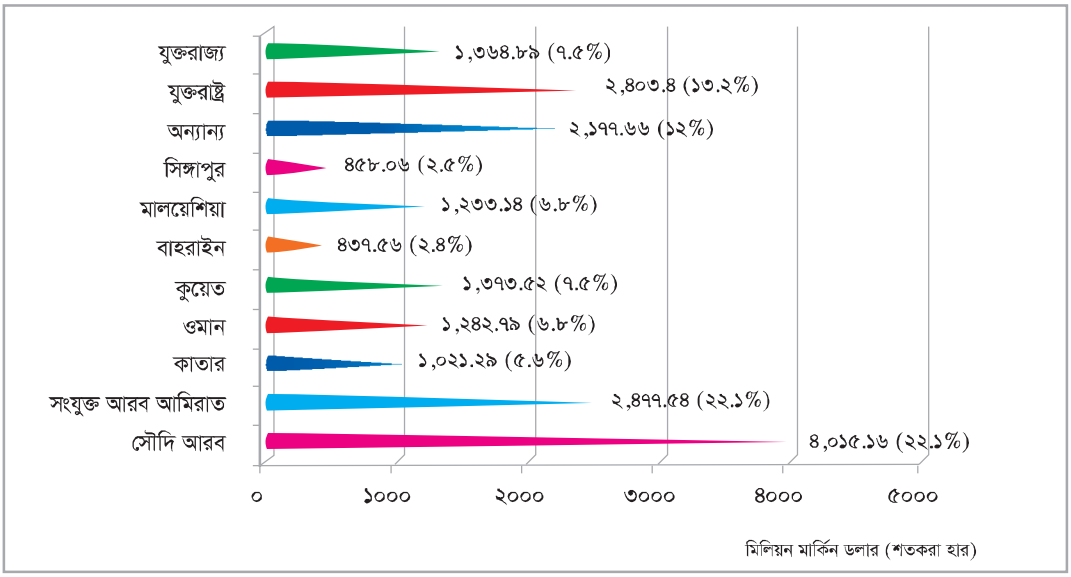

(উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক)

২০১৯-২০ অর্থবছরে মাসভিত্তিক রেমিটেন্স (মিলিয়ন USD)

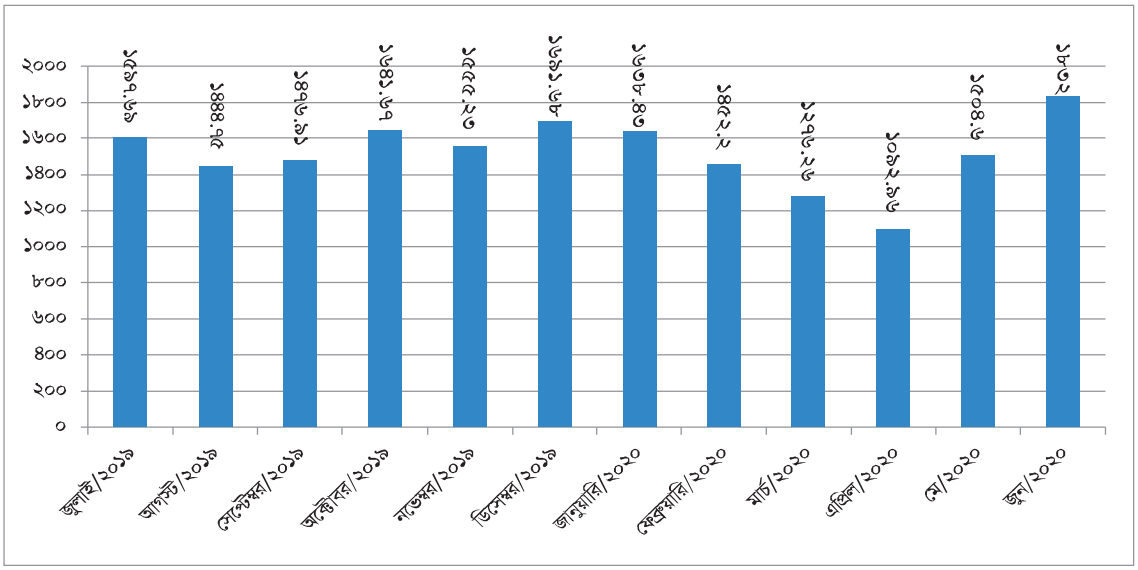

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২০

অধ্যায় ৩

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধান



মিট দ্য প্রেস

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে বিশেষায়িত দক্ষ কর্মী বা স্পেশালাইজড স্কিলড্ ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য ২৭.০৮.২০১৯ তারিখে Memorandum of Co-operation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ MoC স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাপানে নবম স্পেশালাইজড স্কিলড্ ওয়ার্কার প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
- সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সৌদি আরব সফর করেন এবং বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টারের সাথে বৈঠক করেন। সফরকালে মাননীয় মন্ত্রী সৌদি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে দাম্মাম ও রিয়াদে দু'টি মত-বিনিময় সভা করেন।
- ১০.০৯.২০১৯ তারিখে Nanzang Polytechnic International (NYPI)- Singapore, Access to

information (a2i) এবং বিএমইটির মধ্যে Teaching Factorz Concept (TFC) সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত Cooperation in the field of labour and vocational Training MoU এর আলোকে ২২.১০.২০১৯ তারিখে কম্বোডিয়ার টেকনিক্যাল ওয়াকিং গ্রুপের সাথে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ দ্বিপাক্ষিক সভায় স্বাক্ষরিত Record of Discussion (RoD) এর ধারাবাহিকতায় কম্বোডিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত হয়। ফলে ৩১.১০.২০১৯ তারিখে প্রথম দফায় ১৩ জন কর্মী কম্বোডিয়ায় প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

- ২১.১০.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও সিশেলস-এর মধ্যে Agreement on Labour Cooperation (ALC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় বোয়েসেল ও বিএমইটির মাধ্যমে সিশেলসে কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- ২৭.১১.২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে ৩য় যৌথ কারিগরি কমিটির (JTC)-র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে গৃহকর্মী ব্যবস্থাপনা আরও সুশৃঙ্খল ও জবাবদিহিমূলক হবে।

- নভেম্বর ২০১৯ মাসে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ও বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতি দেয়া হয়। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহম্মদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং বাংলাদেশি কর্মীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন।

- এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অংশগ্রহণে দুবাই-এ আবুধাবী ডায়ালগের সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ৩-৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কাতারের দোহায় দু'দেশের যৌথ কারিগরি কমিটি (JTC)-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কাতার বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়।

- নৌ-প্রযুক্তি সেক্টরে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমইটি ও চীনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Jingsu Maritime Institute (JMI), Nanjing এর সাথে স্বাক্ষরিত MoU এর পরিপ্রেক্ষিতে চীনে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি হতে নির্বাচিত ২৫জন প্রশিক্ষণার্থী মেরিটাইম বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য ১০.১০.২০১৯ তারিখে চীনে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে তারা চীনা জাহাজে চাকরি পাবেন।



মালয়েশিয়া সফরকালে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির মোহাম্মদ এর সঙ্গে
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাত



দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আবুধাবী ডায়লগের অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব (তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব)



বাংলাদেশ-সিশেলস সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



“যারা কাজের জন্য যায়, অনেকেই আইন জানে না, ধোঁকায় পড়ছে, এদের ব্যাপক জনসচেতনতার দরকার। কী চাকরিতে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, এটা ওদের জানানো দরকার। আমাদের কাছে পুরো ডাটাবেইজ থাকতে হবে। সচেতন করতে হবে। আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি। আমাদের কাছে যারা রেমিটেন্স পাঠায়, তাদের জন্য ২% আমরা সুবিধা দিয়েছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রবাসীরা যে অর্থ প্রেরণ করে, তার মাধ্যমেই আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে।

আমাদের যুবসমাজ রয়েছে। তারা আমাদের শক্তি। তাদের ট্রেনিং দিয়ে পাঠাতে হবে। আমরা যেন ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ লোক পাঠাতে পারি। বিভিন্ন দেশের সাথে, কোন দেশে কী ধরনের চাহিদা রয়েছে, সে অনুসারে ট্রেনিং, পাশাপাশি ভাষা শিক্ষা। কোথাও গিয়ে যেন তারা অকালে হারিয়ে না যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাদের ভালো-মন্দ দেখা আমাদের দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনে এদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(সূত্র: ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রদত্ত ভাষণ)

অধ্যায় ৪

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ



মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সের একাংশ

৪.১। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর আওতায় বর্তমানে ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)-র মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরিন ও শীপ বিল্ডিং টেকনোলজি) এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) মাধ্যমে এসএসসি ভোকেশনাল ও বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্সে ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩,৫২,৬৬০ জন পুরুষ ও ৪৫,১৬২ জন নারীসহ সর্বমোট ৩,৯৭,৮২২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ২৭টি টিটিসি'তে ৪ মাস মেয়াদী Market Responsive Inclusive Training Program পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত Program এর আওতায় মোট ১৩,৫৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পেশাদার

গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৬১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ গাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে।

- বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ১ লক্ষ পেশাদার ড্রাইভার তৈরির লক্ষ্যে গৃহীত একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

৪.২। শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটির তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পশিক্ষিত কর্মক্ষম যুবকদের শিক্ষানবিস হিসেবে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে হাতে-কলমে বাস্তবমুখী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফরমাল সেক্টরে ৩২০ জন এবং ইনফরমাল সেক্টরে ১৩৬০ জনসহ মোট ১৬৮০ জনকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩। ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স

- বিএমইটি'র আওতাধীন ৩২টি টিটিসি'তে জাপানিজ, ২০টি টিটিসি'তে কোরিয়ান, ১১টি টিটিসি'তে ইংরেজি, ২টি টিটিসি'তে চায়নিজ ক্যান্টনিজ কোর্স ও ৪৩টি টিটিসি'তে হাউজ কিপিং কোর্সে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে ১,০৭৭ জন জাপানিজ ভাষা, ৯২০ জন কোরিয়ান ভাষা, ৪৯৭ জন ইংরেজি ভাষা, ২৫ জন চায়নিজ/ক্যান্টনিজ ভাষা ও হাউজ কিপিং কোর্সে ৩৩,০৮৭ জন আরবি ভাষা শিক্ষা লাভ করেছে।

৪.৪। মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

- (বিএমইটি)'র আওতাধীন ৬১টি টিটিসি'তে SEIP এর অর্থায়নে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৯০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪,৪০৮ জন বিআরটিএ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছে। জানুয়ারি-এপ্রিল/২০২০ মেয়াদে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২,৪৫৫ জন। মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী দুবাই ট্যাক্সি কর্পোরেশনে কর্মরত রয়েছে।

৪.৫। National Training and Vocational Qualification Framework (NTVQF) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ

- National Training and Vocational Qualification Framework (NTVQF) কারিকুলাম অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন ট্রেডে বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, পাবনা, গাইবান্ধা টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন লেভেল এসেসমেন্ট ও বিটিইবি'র আওতায় সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ ৬টি টিটিসিতে SEIP এর অর্থায়নে City & Guilds এর আওতায় হাউজ কিপিং ট্রেডসহ মোট ৬টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

- NTVQF অনুযায়ী ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিএমইটি-এর আওতায় পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে NTVQF এর আওতায় ১৭টি ট্রেডে কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১২০ জন প্রশিক্ষককে CBT&A এর আওতায় বিভিন্ন লেভেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



কোর্স সমাপনান্তে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির এক ঝাঁক সম্ভাবনাময় মুখ

৪.৬। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- ১৯.১১.২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য কারিকুলাম আপডেটের বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মাননীয় মন্ত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

- KOICA এর সহায়তায় রাজশাহী টিটিসিতে অটোমোবাইল, আরএসি ও মেশিনশপ প্র্যাকটিস ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২৫.০৮.২০১৯ হতে প্রতিটি ট্রেডে ৩০ জন করে সর্বমোট ৯০ জন প্রশিক্ষকের তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- কেয়ার বাংলাদেশ ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ আইএমটিতে ৪টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণের ১ম ব্যাচে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। একই সাথে ২য় ব্যাচে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

- ব্র্যাক ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী নেত্রকোনা টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- IM Japan এর সাথে মন্ত্রণালয়ের শর্ত অনুযায়ী শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে। কেয়ারগিভার পেশায় ১ম ও ২য় ব্যাচের ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ৪র্থ ব্যাচে ৩৯ জন, টেকনিক্যাল ইন্টার্ন এবং কেয়ারগিভার পেশায় প্রশিক্ষণরত ১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে ৮ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন এবং ৮ জন কেয়ারগিভার পেশায় জাপান গমন করেছে। ৫ম ব্যাচে ৪৪ জন ও ৬ষ্ঠ ব্যাচে ৪৫ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্নকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫ম ব্যাচে নির্মাণ বা Construction পেশায় ৪০ জন এবং ২য় ব্যাচে কেয়ারগিভার পেশায় ২৫ জন মহিলা টেকনিক্যাল ইন্টার্নকে জাপানে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ৩১.১০.২০১৯ তারিখে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে ১০জন টেকনিক্যাল ইন্টার্নকে জাপানে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ব্যাচের ৪৫ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

- World Bank এর অর্থায়নে পরিচালিত Skills and Training Enhancement Project (STEP) এর সহায়তায় ৩৯টি টিটিটিসিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- Asian Development Bank এর অর্থায়নে পরিচালিত Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর সহায়তায় ২৭টি টিটিসিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- European Union এর অর্থায়নে Skills-21 Program এর আওতায় টিটিসিসমূহের উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৪.৭। শিল্প সম্পর্ক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম Industry Linkage কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এশিয়ান পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের সহায়তায় বিকেটিটিসি, ঢাকার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- এলজি বাটারফ্লাই ও বিএমইটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিকেটিটিসি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সিঙ্গাপুরে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

- Nanyang Polytechnic International (NYPI) ও BMET এর মধ্যে Teaching Factory Concept এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী Academic প্রশিক্ষণ ও Industries Linkage স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- আকিজ সিরামিকস লিঃ ও বিএমইটির যৌথ উদ্যোগে কর্মীদের টাইলস ফিক্সিং এবং এশিয়ান পেইন্টস এর সহায়তায় পেইন্টিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।



৪.৮। নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা

- নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭ টি টিটিসিতে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- গৃহকর্ম পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল আপডেট করা হয়েছে। বিএমইটি'র আওতায় হাউজ কিপিং কোর্সে বর্তমানে ৪৩ টি টিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



কেয়ারগিভার পেশায় প্রশিক্ষণরত জাপানগামী নারী কর্মীদের একাংশ

৪.৯। বিশেষ উদ্যোগ

- Social Development Foundation (SDF) এর আর্থিক সহায়তায় ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা টিটিসিতে এবং CARE Bangladesh এর আর্থিক সহায়তায় আইএমটি সিরাজগঞ্জে ৪টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- আইএমটি/টিটিসিতে কর্মরত প্রশিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) এর আর্থিক সহায়তায় বিকে-টিটিসি ঢাকার অভ্যন্তরে ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (DTTTI) স্থাপনের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিকে-টিটিসি ঢাকার একাডেমিক ভবনে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং DTTTI এর আওতায় বিভিন্ন টিটিসি এবং আইএমটি'র প্রশিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪.৩.১০। প্রশিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

- Skills and Training Enhancement project (STEP) এর সহায়তায় Guangzhou industries and Trade Technician College (GZITTC), China-তে বিভিন্ন ট্রেডের ৩৩৬ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Skills for Emplozment Investment Program (SEIP) এর সহায়তায় Nanzang Polytechnic International (NYPI), Singapore এ বিভিন্ন ট্রেডের ৪২ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



প্রশিক্ষণরত নারী কর্মী

অধ্যায় ৫

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন, নীতি, বিধি ও কৌশলগত ব্যবস্থা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এর অভিবাসন বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় বক্তৃতা করেন (রবিবার, ২৫ আগস্ট ২০১৯খ্রি:)

৫.১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমে আন্ত:মন্ত্রণালয় সহযোগিতা অপরিহার্য। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরো ১২ জন মন্ত্রী ও ১৯ জন সচিব জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এক্ষেত্রে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৫.০৮.২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ আমাদের দেশের প্রতিটি অর্জনের পিছনে প্রবাসী কর্মীদের অবদান রয়েছে। অথচ কিছু কিছু দালাল গ্রামে গ্রামে তাদের সোনার হরিণ ধরার স্বপ্ন দেখিয়ে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে দেশের বাইরে পাঠায় এবং সেখানে কাজ না দিয়ে আবারও চাপ দিয়ে তাদের শোষণ করে। বিদেশ যাওয়ার সময় সাধারণ জনগণ যেন দালাল শ্রেণির মাধ্যমে প্রতারিত না হয়, সেজন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্টদের উপর নজরদারি জোরদার করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যে কাজের জন্য বিদেশে যাবে, সে কাজ সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে এবং গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী সে কাজের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তাগিদ দেন এবং বিদেশগামী কর্মীদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষ করে মেয়েদের গৃহকর্মের উপর যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশ প্রেরণের জন্য তিনি ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি বলেন যে, সরকার বিদেশ গমনেচ্ছুদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে তারা বিনা জামানতে সহজে ঋণ নিয়ে বিদেশ যেতে পারে। যারা কাজের জন্য বিদেশ যাচ্ছে তাদের সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ডাটাবেইজের সাথে সমন্বয় করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। যুব সমাজকে দেশের প্রাণশক্তি উল্লেখ করে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। গন্তব্য দেশের ভাষা ও আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সহ-সভাপতি এবং মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তার মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি দালালদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করতে এবং অভিবাসনের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরির জন্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন এবং সকল মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে তাঁর পক্ষ থেকে আধা-সরকারি পত্র লেখার বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিবিড় সহযোগিতা কামনা করেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে ২% প্রণোদনার ঘোষণার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি একে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

সভার উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

ক্ষেত্র-১: অভিবাসী কর্মীদের বিমানবন্দরে সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী-বান্ধব বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা

১.১ বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মী ও স্টাফদের অভিবাসী কর্মী ব্যবস্থাপনা ও তাদের প্রতি শোভন আচরণের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১.২ এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রুদের জন্য অভিবাসী কর্মী হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রস্তুত করতে হবে।

১.৩ বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে অভিবাসী কর্মীদের ফরম পূরণ করে দেয়াসহ অন্যান্য সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সেবাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করতে হবে।

১.৪ বিমানবন্দরে অভিবাসী কর্মীদের অবস্থানসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ককে সিসিটিভি-র access দিতে হবে।

১.৫ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য প্রক্রিয়াধীন SOP (Standard Operating Procedure) চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

১.৬ অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গমনকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য বিমানবন্দরে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.৭ সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানসমূহে লাগেজ সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের ডিসপ্লে থাকতে হবে।

ক্ষেত্র-২: অভিবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক শক্তিশালীকরণ এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি

২.১ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২.২ প্রবাসী কল্যাণ বাংককে শক্তিশালী করার জন্য চাকরিবিধির তফসিল ও সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত সংশোধন করতে হবে।

২.৩ অভিবাসী কর্মীদের রেমিট্যান্স প্রেরণের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে অন্যান্য তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স রিসিভ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্ষেত্র-৩: দূতাবাসের শ্রম উইং শক্তিশালীকরণ (জনবল, অবকাঠামো, যানবাহন)

৩.১ শ্রম কল্যাণ উইং-এর সেবামূলক কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনমতো বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.২ যে সব দেশে দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, সেখানে প্রয়োজনে পৃথকভাবে শ্রম কল্যাণ উইং স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ক্ষেত্র-৪: অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকরণ

৪.১ অভিবাসীদের পরিবার ও প্রত্যাগত অভিবাসীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ অভিবাসীদের পরিবার ও প্রত্যাগত অভিবাসীদের, বিশেষত নারীদের চাহিদার আলোকে প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি আবাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪.৪ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে অভিবাসীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন IPO (Initial Public Offering)-তে অভিবাসীদের জন্য শেয়ার সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে NRB, NRB Commercial এবং NRB Global ব্যাংকসমূহের প্রাথমিক শেয়ারে অভিবাসী কর্মীদের জন্য অন্তত ২৫% শেয়ার বরাদ্দ করতে হবে। একইভাবে ভবিষ্যতে সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে IPO-i এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অভিবাসী কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে শেয়ার রিজার্ভের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

৪.৫ স্বল্প রেমিট্যান্স প্রেরণকারী অভিবাসী কর্মীদের হুন্ডির পথ থেকে নিরুৎসাহিত করতে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণের ফি মওকুফ করে প্রয়োজনে উচ্চ আয়ের প্রবাসীদের প্রদত্ত সুযোগের সাথে তা সমন্বয় করতে হবে।

ক্ষেত্র-৫: অভিবাসী কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য ডাটাবেইজ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান

৫.১ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের পাসপোর্ট এবং NID-র তথ্যাদি সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য পাসপোর্ট ও NID-র ডাটাবেইজে access দিয়ে বিএমইটি-র ডাটাবেইজ স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

৬.১ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালাল শ্রেণির মাধ্যমে প্রতারিত না হয়, সেজন্য মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং নজরদারি জোরদার করতে হবে।

৬.২ জেলা পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের অফিস থাকতে হবে এবং রিক্রুটিং এর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের রেজিস্টার্ড করতে হবে।

৬.৩ বিদেশগামী কর্মীদের গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুসারে ভাষা, কাজ ও আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ না নিয়ে কেউ যেন সনদ না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪ মেয়েদের বিদেশ প্রেরণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং তাদের কাজ ও গন্তব্য দেশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে হবে।

৬.৫ কারিগরি প্রশিক্ষণসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে এতিমখানা বা দুঃস্থ কেন্দ্রে অবস্থানরতদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬.৬ সৌদি আরবসহ যে সকল দেশে অভিবাসী কর্মীদের ভিসার জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একযোগে সমস্যার সমাধান করবে।

৬.৭ মালদ্বীপে কর্মরত বাংলাদেশী পাসপোর্ট আবেদনকারীদের যথাশীঘ্র পাসপোর্ট প্রদান করতে হবে।

৬.৮ সুদানে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।

৬.৯ কর্মসংস্থান ব্যাংক-কে প্রদত্ত জমিতে বহুতল ভবন স্থাপনপূর্বক কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকসহ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো একই স্থান থেকে পরিচালিত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.১০ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসূচিতে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং প্রত্যাগত অভিবাসীদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.২। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরমের কার্যক্রম

শ্রম অভিবাসনকে নিরাপদ ও নিয়মিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬ এর পরিশিষ্ট-১ (খ) অনুসরণে মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৬ টি নীতি-উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নীতি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে নিম্নরূপ ছয়টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে:

(১) নিরাপদ শ্রম অভিবাসন বিষয়ক সাব-কমিটি

(২) অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটি

(৩) অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ বিষয়ক সাব-কমিটি

(৪) নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন বিষয়ক সাব-কমিটি

(৫) জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক সাব-কমিটি

(৬) শ্রম অভিবাসন পরিচালনা বিষয়ক সাব-কমিটি।

৫.৩। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা-৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩১.১২.২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ বিধিমালায় রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের লাইসেন্সের জন্য আবেদন পদ্ধতি, লাইসেন্স প্রদানের ধাপসমূহ, লাইসেন্স নবায়ন, দেশের অভ্যন্তরে ও গন্তব্য দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ, শাখা অফিস পরিচালনার পদ্ধতি, রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

৫.৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৬.০২.২০২০ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণিবিভাগ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হবে। এক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যক্রম গ্রেডভিত্তিক মানদণ্ডে মূল্যায়নের মাধ্যমে শ্রেণিবিভাগ করা হবে। এ শ্রেণিবিভাগের মেয়াদ ২ (দুই) বছর হবে।

৫.৫। প্রবাসী কর্মী বীমা স্কিম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বিদেশগামী প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমা সুবিধার আওতায় আনতে "প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় ২০১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশগামী কর্মীদের জন্য নামমাত্র প্রিমিয়ামে বিশেষ বীমা স্কিম উদ্বোধন করেন। এ বীমা স্কিমের মূল্যের অর্ধেক সরকার থেকে প্রদান করা হচ্ছে। বীমার মেয়াদ দুই বছর। এই বীমা স্কিমকে আরো বেশি প্রবাসী কর্মী বান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯-এ প্রবাসী বীমা স্কিম উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.৬। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা /কর্মচারি বদলী/ পদায়ন নীতিমালা ২০১৯

২২.০৭.২০১৯ তারিখে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারী বদলী/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ দাপ্তরিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে ও প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এ বিধিমালা করা হয়েছে।

৫.৭। শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে কর্মকর্তা/ কর্মচারি নিয়োগ /পদায়ন নীতিমালা ২০১৯

১১.০৯.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংসমুহে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ সমপর্যায়ের পদে/ গ্রেডে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহায়ক কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ/ পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ জারি করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এর অভিবাসন বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা



জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ এর অনুষ্ঠানে
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সুসজ্জিত গাড়িবহর

অধ্যায় ৬

গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম



তাজিকিস্তানে অনুষ্ঠিত মাল্টিস্টেকহোল্ডার সেমিনার

শ্রমবাজার গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ মন্ত্রণালয়ের চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্থান চিহ্নিত করা। এজন্য নতুন, পুরাতন ও অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও হালনাগাদ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে।

শ্রমবাজার সংশিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্যউপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

৬.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় গবেষণা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি

গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ৬টি গবেষণা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে:

(১) নারী অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান: প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ পরিপ্রেক্ষিত (Female Migrant Workers' Employment: Barriers and Ways to Overcome)

(২) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় রি-ইন্টিগ্রেশন ও অন্তর্ভুক্তি (Returnee Migrant Workers' Welfare: Reintegration and inclusion in the Social Safety Network Program)

(৩) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উপর ভাষা-জ্ঞানের প্রভাব: প্রেক্ষাপট জিসিসিভুক্ত দেশসমূহ (Language Skill's Impact on Overseas Emplozment: GCC-countries' Perspective)

(৪) প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী: প্রশিক্ষণ পরিপ্রেক্ষিত (Bangladeshi Migrant Workers in the Competitive Overseas Labour Market : Training Perspective)

(৫) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কেয়ার-গিভার: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ (Care-givers in the International Labour Market : Opportunities, Challenges and Ways to Overcome)

(৬) অভিবাসী কর্মীদের পারিবারিক কল্যাণ: সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্তি (Migrant Workers' Familz Welfare: Inclusion in the Social Safety Network of the Government)

৬.২ নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণে গবেষণা সমীক্ষা

আইওএম এর সহযোগিতায় গায়না, তাজাকিস্তান ও কেনিয়ায় নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণে 'Labour market research for international migration' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) গবেষণার কাজ পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি দেশে শ্রমবাজার গবেষণার পাশাপাশি মাল্টি স্টেকহোল্ডার সেমিনার করা হয়েছে। এ গবেষণার অধীনে দেশসমূহের অভিবাসন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ চাকরিদাতা, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এনজিও ও বাংলাদেশী অভিবাসীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে। একই সাথে IOM এর সহযোগিতায় গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্টদের কাছে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষতা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৩ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালীকরণ গবেষণা সমীক্ষা

শ্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে 'Strengthening the organizational mechanism for an effective migration management in Bangladesh' গবেষণা সমীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) এক্ষেত্রে ড্রাফট প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এ গবেষণার অধীনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল, টিটিসি ও জেলা কর্মসংস্থান অফিসের অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করে তাদের শক্তিশালীকরণের জন্য নীতি উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, কারিগরি সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কনসালটেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হবে।

৬.৪ বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীভিত্তিক গবেষণা সমীক্ষা

প্রতি বছর অনেক অভিবাসী কর্মী দেশে ফিরে এলেও এদের পরিস্থিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদির ঘাটতি থেকে যায়। এজন্য বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে 'Profiling of returnee migrants and avenues of greater utilization of their skills and knowledge' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যাগত অভিবাসী সম্পর্কে তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৭

উন্নয়ন প্রকল্প

৭.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষক ব্যুরো কর্তৃক ০৬টি ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ০১টি (আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন) প্রকল্পসহ মোট ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তন্মধ্যে ০৫টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। উক্ত ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ২৩৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৫২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০৮.২০১৯ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় দক্ষতা প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি উপজেলা থেকে প্রতি বছর গড়ে এক হাজার দক্ষ কর্মী বিদেশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এজন্য এ মন্ত্রণালয় বিএমইটি'র মাধ্যমে সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে মূলত স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে মোট ১৩৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"- শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

মন্ত্রণালয়ের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			২০১৯-২০ অর্থবছরেরর জুন ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্তি			২০১৯-২০ অর্থবছরেরর জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
বিনিয়োগ	৫	২৫৪০০.০০	২৩৬০০.০০	১৮০০.০০	২৫৪০০.০০	২৩৬০০.০০	১৮০০.০০	১৮৮১৪.৩৩	১৮২৯৯.৩৮	৫১৪.৯৫	৭৪%	৭৮%
কারিগরি সহায়তা	২	৩৫৭৬.০০	১৪৫.০০	৩৪৩১.০০	৩৫৭৬.০০	১৪৫.০০	৩৪৩১.০০	৩২৭৩.৮৯	৫৮.৯৩	৩২১৪.৯৬	৬৩%	৯১%
মোট	৭	২৮৯৭৬.০০	২৩৭৪৫.০০	৫২৩১.০০	২৮৯৭৬.০০	২৩৭৪৫.০০	৫২৩১.০০	২২০৮৮.২২	১৮৩৫৮.৩১	৩৭২৯.৯১	৭৬%	৮০%

৪.২ প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (প্রঃ সাঃ)	২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃ সাঃ)	২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট ব্যয় (বরাদ্দের শতকরা হার)
	১	২	৩	৪	৫
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
	"ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত)" মেয়াদকাল: জুলাই ২০১২ - জুন ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ৪৮৪৮.০০	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত টিটিসি এবং আইএমটি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা।	১৩০০.০০ (-)	১৩০০.০০ (-)	১২৭৯.৮৩ (৯৮.৪৫%)
	"৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ১৩৩১২৯.০০	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন।	২০০০০.০০ (-)	২০০০০.০০ (-)	১৬৬৫৯.২৪ (৮৩.৩০%)
	ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ৯৮৬৮.০০ (প্রঃ সাঃ- ৬৬৪০.০০)	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	২৩০০.০০ (১৮০০)	২৩০০.০০ (জিওবি ৫০০.০০, ডিপিএ ১৮০০.০০)	৭৩৬.৭৪ (জিওবি ২২১.৭৯, ডিপিএ ৫১৪.৯৫) (৩২.০৩%)
	"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ১৯০১.৬২	শিল্প-কারখানাভিত্তিক যুগোপযোগী এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	৩০০.০০ (-)	৩০০.০০ (-)	১৩৮.৫২ (৪৬%)
	"দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ২৬৭৩৪.৭৩		১৫০০.০০	১৫০০.০০	-
	উপমোট (বিনিয়োগ প্রকল্প) =		২৫৪০০.০০ (১৮০০)	২৫৪০০.০০ (১৮০০)	১৮৮১৪.৩৩ (৫১৪.৯৫) (৭৪.০৭%
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি, রাজশাহী। মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৮৭১১.০০ (প্রঃ সাঃ-৬৬৩০)		২৬৭৯.০০ (২৫৪০.০০)	২৬৭৯.০০ (জিওবি ১৩৯.০০ ডিপিএ ২৫৪০.০০)	২৬৭৮.৩৩ (জিওবি ১৩৮.৩৩ ডিপিএ২৫৪০) (৯৯.৯৭%)
	এপ্লিকেশন অব মাইগ্রেশন পলিসি ফর ডিসেন্ট ওয়ার্ক অব মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০১৬ হতে মার্চ ২০২১ প্রকল্প ব্যয়: ৫৮৩২.০০ (প্রঃ সাঃ ৫৮০২.০০)		৮৯৭.০০ (৮৯১.০০)	৮৯৭.০০ (৮৯১.০০)	৫৯৫.৫৬ (জিওবি ৬.০০) (৬৬.৩৯%)
	উপমোট (কারিগরি সহায়তা) =		৩৫৮২.০০ (৩৩৫১.০০)	৩৫৮২.০০ (৩৩৫১.০০)	৩২৭৩.৮৯ (জিওবি ১৪৪.৩৩ ডিপিএ ৩২১৪.৯৬) (৯১.৪০%)
	মোটঃ		২৮৯৭৬.০০ (৫২৩১.০০)	২৮৯৭৬.০০ (৫২৩১.০০)	২২০৮৮.২২ (৩৭২৯.৯১) (৭৬.২৩%)

অধ্যায় ৮

নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসনে গৃহীত কার্যক্রম



মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সেমিনার

৮.১। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচাররোধকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব, ইমিগ্রেশন পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড, বিজিবি, এনএসআই, বায়রা ইত্যাদিকে নিয়ে গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। মানবপাচার/ অবৈধ অভিবাসন/ অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার/ অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৬ জন কর্মকর্তাকে ১১টি আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রদান করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবৈধ অভিবাসন রোধকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারের (OTC) এনওসি নবায়ন ও কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে তদারকি করা হয়। সকল গন্তব্যে জনশক্তি রপ্তানি নিরাপদ এবং নিয়মিত রাখার জন্য শ্রম কল্যাণ উইং হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭ এর ৮ এর ২ (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চাহিদাপত্র যাচাই করা হচ্ছে।

৮.২। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (বিএমইটি) তে দাখিলকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি "অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল" গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির নিকট হতে প্রতারিত কর্মীদেরকে ২,৬৮,০৪,০০০ (দুই কেটি আটষট্টি লক্ষ চার হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৯৬ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৮.৩। সচেতনতামূলক কার্যক্রম

"দক্ষতা অর্জনই নিরাপদ অভিবাসনের একমাত্র উপায়"-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে দালালদের খপ্পরে না পড়ে সঠিক পদ্ধতিতে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিয়ে, কাজের চুক্তিপত্র যাচাই করে নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬শত টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, দালালদের খপ্পরে পরে কর্মসংস্থানের জন্য অনিশ্চিত বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুইবার ২টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রচারণা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, সম্প্রতি অভিবাসন নীতি-২০১৬ এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অভিবাসী ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করাসহ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে অংশীজনদের সচেতন করা হয়েছে। একই বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথেও নিয়মিত মত বিনিময় করে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (টিটিসি) এ সংক্রান্ত সভার আয়োজন করে স্টেকহোল্ডারদের সাথে জনপ্রতিনিধিগণকেও সম্পৃক্ত করছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য ও সুযোগ সুবিধা জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রস্তুতকৃত টিভিসিসমূহ (TVC) ব্যাপক প্রচারের জন্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রচারপ্রচারণা অব্যাহত আছে। মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় পত্রিকায় এবং স্থানীয় স্যাটেলাইট টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি ও রেডিওতে প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

বিএমইটি'র একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট রয়েছে। বিএমইটি'র ওয়েবসাইট ব্যবহার করে দেশের জনসাধারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কিত পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনামূলক তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। বিএমইটি ও অধীন দপ্তরের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য অবহিত করা হচ্ছে এবং জনসাধারণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নিয়মিত লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার বিতরণের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা। এছাড়া নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণে 'প্রশিক্ষণ বুকলেট' আপডেট করা হচ্ছে।

৮.৪। ট্রাফিকিং ইন পার্সন (TIP) এর সূচকে বাংলাদেশের উত্তরণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০.৭.১ এর নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসন অর্জনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মানব পাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর আওতায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা, ২০২০ জারী হলে তা সারা বিশ্বেই প্রশংসিত হয়। ২০২০ সালে প্রকাশিত Trafficking in Persons Report-এ বাংলাদেশ TIER-2 ভুক্ত দেশে উন্নীত হয়েছে।

অধ্যায় ৯

কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন

৯.১। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) বাস্তবায়ন

এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩২টি নির্দেশকের মধ্যে এসডিজি অভীষ্ট ১০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ বাস্তবায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করছে।

- লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে এ মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট অভীষ্ট-১০ (আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা বা Reduce inequaliy within and among Countries) এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ হলো- পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা বা Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well managed migration policies.

- এ মন্ত্রণালয় সংশিষ্ট নির্দেশকসমূহ বা Indicators হচ্ছে নির্দেশক-১০.৭.১। গন্তব্য দেশে অর্জিত বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে কর্মচারি কর্তৃক ব্যয়কৃত নিয়োগ খরচ এবং এ লক্ষ্যমাত্রা এবং নির্দেশক বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

- সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিতকরণ ও অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমনিবিড় ১৬টি দেশের জন্য দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের সর্বোচ্চ ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ এবং তা ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে গৃহকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। স্বল্প অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জি টু জি পদ্ধতিতে দক্ষিণ কোরিয়া ইপিএস সিস্টেমে, জাপানে আই এম জাপান এবং হংকং এ কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

৯.২। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (7FYP) বাস্তবায়ন

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহ হতে অভিবাসনের হার বৃদ্ধি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী তৈরি এবং অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

৯.৩। নির্বাচনী ইশতেহার

১. বিভিন্ন দেশে আরও বেশিসংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে

নির্বাচনী ইশতেহার অনুসারে বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বাধিক বিবেচনায় প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৬৪ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪০ কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে গঠিত 'দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল' এর অর্থায়নে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, পুন: প্রশিক্ষণ ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২. বিদেশে যাওয়ার সময় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে নমনীয় শর্তে ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বর্তমানে ৬৫টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নতুন আরও ৩৫ টি শাখা খোলার জন্য ভবন নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অভিবাসন ও পুনর্বাসন ঋণ এবং বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ এর আওতায় পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদে এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ২% হ্রাসকৃত সুদে অর্থাৎ ৭% সরল সুদে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ (কোভিড-১৯) এর আওতায় ৪% সরল সুদে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

এ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি রেমিটেন্স আনয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব (Nostro Account) খোলার জন্য Standard Chartered Bank, Citi Bank N/A, Mashreq Bank এর সাথে যোগাযোগপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গধংযৎবয় ইধহশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর Sub Representative হিসেবে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে RIA Money Transfer I NBL Money Transfer এর মাধ্যমে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল শাখা থেকে পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে।

৩. প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে- মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা কর্মসংস্থান অফিস স্থাপন, বাজার চাহিদামুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং গণসচেনতা সৃষ্টির ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ৭ লক্ষ ১৫৯ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেন।

৯.৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

১. যুবাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা

বাস্তবায়িত। (৮ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এর শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে)

২. বাগেরহাটে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা

বাস্তবায়িত। (১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাগেরহাটের ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে)

৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

বাস্তবায়িত। (২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করা হয়েছে)

৪. সিরাজগঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা

৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলায় ২টি টিটিসি নির্মাণ কাজ চলমান আছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি ২০১৬খ্রিঃ হতে ৩০ জুন ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত।

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সিরাজগঞ্জ সদর ৯৩% ও কামারখন্দ উপজেলায় ৮৮%। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই এ দুটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়।

৯.৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

১. বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।

বর্তমান ৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৬৪ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে এ বছর মার্চ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বর্তমানে আইএমটি/ টিটিসিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জি. ও এসএসসি (ভোক) কোর্স ব্যতিত স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া আইএমটি ও টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষকদের NTVQF অনুযায়ী ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন লেভেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তা উল্লেখপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তেজগাঁও এর সাথে আলোচনা ও সমন্বয়পূর্বক টিটিটিসি-তে পরিচালিত NTVQF Level-4 Program-এ আইএমটি/টিটিসি হতে ২৫ জন প্রশিক্ষককে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) হতে বা তার পরবর্তী সময় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়কল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) নতুন ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ

ট্রেডসমূহের নাম	মেয়াদকাল	ট্রেডসমূহের নাম	মেয়াদকাল
১। প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	০৩ মাস	৬। এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ	০২ মাস
২। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	০১ মাস	৭। জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ	০৪ মাস
৩। বিউটিফিকেশন	০৬ মাস	৮। ইলেকট্রিক্যাল মোটর উইন্ডিং	০৩ মাস
৪। কেয়ার গিভার	০৬ মাস	৯। সোলার হোম টেকনিশিয়ান	০৬ মাস
৫। ফ্রিল্যান্সিং	০২ মাস	১০। অটোমেকানিক্স উইথ অটো ইলেকট্রিশিয়ান	০৬ মাস

খ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Practical Action, Bangladesh এর সহায়তায় রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট টিটিসিতে ২০১৭ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- বিএমইটির আওতাধীন চট্টগ্রাম মহিলা টিটিসি, মৌলভীবাজার টিটিসি, খুলনা মহিলা টিটিসি ও পাবনা টিটিসিতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং নীলফামারী টিটিসি, বগুড়া টিটিসি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিটিসিতে হেভি ইকুয়েপমেন্ট অপারেটর পেশায় প্রশিক্ষণ চালুর লক্ষ্যেও বিএমইটি ও SEIP এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- করোনাত্তর আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পুন:প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরত আসা কর্মীদের পুনরায় বিদেশ প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণের যথাযথ সনদায়ন ও পূর্ববর্তী শিক্ষার স্বীকৃতি (RPL – Recognition of Prior Learning) বিষয়েও মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে RPL সনদ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। RPL-কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রত্যাগত কর্মী বা তার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা-২০২০" এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

  এছাড়া প্রত্যাগত কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে Aspire to Innovate (a2i) এবং BMET এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে (a2i) এর পক্ষ থেকে বিএমইটির অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ১৮৬ জন প্রশিক্ষককে Entreprenurship Development এর উপর প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঘ) আন্তর্জাতিক সনদায়ন

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর গুণগতমান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক সনদায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ০৬টি টিটিসি এক্রেডিটেশন করা হয়েছে। এছাড়া Training & Further Education (TAFE), Australia, Ges Scottish Quality Authority (SQA)-এর এফিলিয়েশন প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- BMET ও Jiangsu Maritime Institute (JMI), China এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর আওতায় আইএমটির ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে JMI, China তে স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষার্থীগণ ১ম বছর আইএমটিতে এবং পরবর্তী ৩বছর JMI, China তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে JMI হতে সনদ প্রাপ্ত হবে এবং চীনসহ অন্যান্য দেশে জাহাজ শিল্পে চাকরির সুযোগ পাবে।

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Mutual Recognition and Acceptance of Training Certificates এর আওতায় অটো মোবাইল ট্রেডে On Job Training (OJT) হিসেবে South Korea তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া নীলফামারী, বগুড়া ও চাপাইনবাবগঞ্জ টিটিসিতে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেটর কোর্স চালুর লক্ষ্যে কোর্সের Competency Standard (CS) প্রস্তুতের জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কোর্স পরিচালনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Road Roller, Truck Crane, Forklift) সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত মালামাল সংরক্ষণের জন্য টিটিসির অভ্যন্তরে শেড নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

২. বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) এর পরবর্তী সময় চালুকৃত নতুন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ট্রেডের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	মেয়াদ কাল
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	৮২	৯০	৯৫	১০২	৪১	০০	০৩মাস
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৯২	১০২	১০৫	১১০	৬৫	০০	০১মাস
বিউটিফিকেশন	---	---	---	১০২	৪০	০০	০৬মাস
কেয়ার গিভার	০০	০০	০০	২৫	২১৭	০০	০৬মাস
ফ্রিল্যান্সিং	০০	০০	০০	১৭	১২৭	০০	০২মাস
এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ	০০	০০	০০	৪০	০৮	০০	০২মাস
জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ	০০	০০	০০	৭৪৬	১৩০২	২৫৩	০৪মাস
ইলেকট্রিক্যাল মোটর উইন্ডিং	৮০	৮০	৮০	৮০	৪০	০০	০৩মাস
সোলার হোম টেকনিশিয়ান	৩২০	৩২০	৩২০	৩২০	১৬০	০০	০৬মাস
অটোমেকানিক্স উইথ অটো ইলেকট্রিশিয়ান	৮০	৮০	৮০	৮০	৫০	০০	০৬মাস
মোট	**৬৫৪**	**৬৭২**	**৭৬০**	**১৬২২**	**২০৫০**	**২৫৩**	

৩. নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

- নারী কর্মীগণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত পেশায় বিদেশ গমন করেছে :

  Hotel House keeping, Garments Worker, Private Service, Fish Cutter, Checker, House Boy, Food Server, Steward, Manufacturing, Doctor, Dentist, Sea Guard, Administrative Officer, Recreation Attendant, Tailor, Machine Operator, Sweing Operator, Factory Worker, Labour, Cleaner, Construction Worker, Helper, Supervisor, Cook, House Worker, Driver, Electrician, Baby Sitter ইত্যাদি।

- অধিকতর আকর্ষণীয় পেশায় নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাভারস্থ 'শেখ হাসিনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'র সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বছর	নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা	গৃহকর্ম ছাড়া অন্যান্য পেশায় গমনকারীর সংখ্যা
২০১৫	১,০৩,৭০১ জন	১১,২৬৫ জন
২০১৬	১,১৮,১৫৮ জন	৯,৯৬৯ জন
২০১৭	১,২১,৯৪১ জন	১৪,৭৩১ জন
২০১৮	৯৭,৫০৯ জন	১০,৯২৭ জন
২০১৯	৮২,৭৬৭ জন	১০,৬৮৭ জন
২০২০	২১,৫৭৫ জন	৩,৫৮২ জন

ঙ) প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি

- হাউজ কিপিং পেশায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৭ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ১৪ দিন, পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের মানোউন্নয়নের জন্য এর মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করে ৩০দিন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণটি আবাসিক করা হয়েছে।
- জাপানী ভাষায় কেয়ার গিভার কোর্সের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) থেকে কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে চালুকৃত নতুন নতুন দেশের ভাষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- ইংরেজি (মেয়াদ ২ মাস, ২০১৭ হতে চলমান);
- আরবি (মেয়াদ ২ মাস, ২০১৮ হতে চলমান);
- চাইনিজ (ক্যান্টনিজ) (মেয়াদ ২ মাস, ২০১৭ হতে চলমান);
- জাপানিজ (মেয়াদ ৬ মাস, ২০১৭ হতে চলমান)।

৪. দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।

দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে কাজ করছে যা দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট অবৈধ অভিবাসনের সাথে যুক্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রাথমিকভাবে তার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়। ২০১৯ সালে এরূপ ১৬৩ টি এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করে কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। ২০২০ সালে অদ্যাবধি ২০৪টি রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত/সার্ভার লক করা হয়েছে। কোনো এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করা হলে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাই-কমিশনার/কনস্যুলেট জেনারেল (সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস), বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)-কে অবহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের আওতাবহির্ভূত কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তা জননিরাপত্তা বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

- "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩" এর কয়েকটি ধারা মোবাইল কোর্ট আইনের তফশিলভুক্ত হওয়ায় অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজার আওতায় আনা যায়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ০৬ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত রয়েছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কার্যকর রয়েছে যা অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

- বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে দালালদের খপ্পরে না পড়ে সঠিক পদ্ধতিতে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিয়ে, কাজের চুক্তিপত্র যাচাই করে নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬শত টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইনেও সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, দালালদের খপ্পরে পরে কর্মসংস্থানের জন্য অনিশ্চিত বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি মাসে কমপক্ষে দুইবার দু'টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে এ ধরনের প্রচারণা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

৫. বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

- কোভিড পরিস্থিতিতে বৈদেশিক শ্রমবাজারের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ মোট ২৫টি দেশের শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে করোনা পরিস্থিতিতে দেশভিত্তিক পরিবর্তিত কর্মসংস্থানের চাহিদা ও সুযোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে এবং সে অনুসারে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কর্মী তৈরির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'Labour Market Research for International Migration' শিরোনামে তাজিকিস্তান, কেনিয়া এবং গায়েনার শ্রমবাজারভিত্তিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে গবেষণার revised draft পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে।

- শ্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে 'Strengthening the organizational mechanism for an effective migration management in Bangladesh' গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার ড্রাফট প্রতিবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

- বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে 'Profiling of returnee migrants and avenues of greater utilization of their skills and knowledge' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

- পেশাদার ও দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এমন দেশসমূহকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের ৫৩ টি দেশের উপর শ্রম গবেষণার সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিএমইটি ২৩টি দেশভিত্তিক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

৬. বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুবশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিম্ন জন্মহারপ্রবণ দেশে প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের পদক্ষেপসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) এর পরবর্তী সময়ে যেসব দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় জনমিতিক ডিভিডেন্ট/ কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সে সব দেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ও কেয়ারগিভার প্রেরণ করা হচ্ছে। গত আগস্ট, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে স্পেশালাইজড স্কিলড্ ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য MoC (Memorandom of Co-operation) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জাপানে স্পেশালাইজড স্কিলড্ ওয়ার্কার সেন্ডিং ৯ম (নবম) দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
- **গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও সেশেলস**-এর মধ্যে "Agreement on Labour Co-Operation (ALC)" স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র বিএমইটি ও বোয়েসেল এর মাধ্যমে জি-টু-জি পদ্ধতিতে সেশেলস এ কর্মী প্রেরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে কাতারে দক্ষ কর্মী প্রেরণ ও কম্বোডিয়ায় শ্রমবাজার উন্মোচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭. এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশি কর্মী যেন স্বল্প অভিবাসন খরচে বিদেশে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় বহুমুখী সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ:

১। সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুরসহ ১৬ টি দেশের সার্ভিস চার্জ ও অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএমইটি নিয়মিতভাবে বিষয়টি মনিটরিং করছে। অন্যান্য দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২।সৌদি আরব বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সৌদি আরবে নারী কর্মী গমন শুরু হয়। সৌদি আরবে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মীর অভিবাসন সম্পন্ন হচ্ছে।

৩।বিএমইটি ও বোয়েসেলের মাধ্যমে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪।বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ভাষাজ্ঞান নিশ্চিত করে এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেমে (EPS) দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

৫।বোয়েসেল কর্তৃক স্বল্প খরচে বা বিনা খরচে জর্ডান, মরিশাস প্রভৃতি দেশে গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

৬।বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নামমাত্র অভিবাসন খরচে অথবা বিনা খরচে জাপান, মরিশাস, জর্ডান প্রভৃতি দেশে কর্মী প্রেরণ করতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৭। অবৈধভাবে ভিসা ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি এ বিষয়ে সৌদি আরব সরকারের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ফলে ভিসা ট্রেডিং বন্ধের বিষয়ে দু'দেশ একমত হয়েছে। সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রবাহ (Financial flow) বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে অসংগতি চিহ্নিত করে দায়ী নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের

বিষয়টি Study করা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ খতিয়ে দেখার বিষয়ে একমত পোষণ করেছে। আশা করা যাচ্ছে, বৃহৎ এই শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় শীঘ্রই হ্রাস পাবে।

৮। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে অভিবাসন ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অধিক ব্যয় না করতে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

৮. প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবার পরিসর বৃদ্ধিকল্পে ৭ টি বিভাগীয় শহরসহ প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে মোট ৬৫ টি শাখা খোলা হয়েছে। অতি শীঘ্রই আরও ৩৫টি শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক Nostro Account এর মাধ্যমে সহজে রেমিটেন্স আহরণের জন্য Nostro Account খোলার কার্যক্রম চলমান আছে।

৯. প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু রয়েছে। ২০১২ হতে ২০২০ পর্যন্ত প্রবাসী কর্মীর ১৯ হাজার ৮৬২ জন মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ৩০ কোটি ১৩ লক্ষ ০১ হাজার ২০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এবং মুজিববর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রিসের এথেন্সে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল" স্কুল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মাম এবং বাহরাইনে মোট ০৫টি বাংলাদেশি স্কুল ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

১০. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেননি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়িত।

৯.৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল-এর পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অগ্রগতি প্রতিবেদনের জন্য পরিশিষ্ট দেখা যেতে পারে।

৯.৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইন কানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আহমদ কবির এবং অফিস সহায়ক জনাব ইখলাছ উদ্দিনকে সনদ এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া সেরা দপ্তর/সংস্থা হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শামছুল আলমকে সনদ ও আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।



জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

অধ্যায় ১০

শ্রম কল্যাণ উইং

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের কর্মপরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান, বিদেশে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি কর্মীদের বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ এবং কারাভোগরত কর্মীদের আইনানুগ সহায়তা প্রদান, যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়, সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশি কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরকারের নিকট নিয়মিত তথ্য প্রেরণ, বিদেশে নিয়োগকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশে আটককৃত বা বিপদগ্রস্ত কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

১০.১। শ্রমকল্যাণ উইংসমূহে ৪৩ জন কূটনৈতিক মর্যাদার কর্মকর্তা এবং ১৪৫ জন সহায়ক কর্মকর্তা ও স্টাফ নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে ১০০% ভিসা/চাহিদাপত্র যাচাই করে সত্যায়ন করেছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীরা চাকরি নিয়ে বিদেশে গমন করছেন। এই অর্থবছরে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ কর্মীদের বাসগৃহ, জেলখানা, হাসপাতাল, ডিপোর্টেশন সেন্টারে মোট ৪০৬৫ টি পরিদর্শন করেছে।

১০.২। শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের নিকট আনীত এ ধরনের বিরোধের প্রায় শত ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১০.৩। বিদেশে বাংলাদেশের জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নিয়মিত বিদেশি নিয়োগকর্তা ও রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে সভা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ ধরনের ১১০৭ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০.৪। প্রবাসী কর্মীগণ যাতে চুক্তি অনুযায়ী বেতনভাতা ও শর্ত অনুযায়ী কাজ পান সে বিষয়ে তাদের তদারকি ও মনিটরিং আরো জোরদার করার জন্য সকল শ্রম উইংকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০-২২ আগস্ট ২০১৯ তিন (০৩) দিনব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত শ্রম কল্যাণ সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উইং কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ১.৩ নং কার্যক্রমের আওতায় ১.৩.১ থেকে ১.৩.৭ পর্যন্ত "বিদেশে লেবার উইং" এর মাধ্যমে তদারকি এবং মনিটরিং বিষয়ক কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত মিশনসমূহ পরিদর্শন করা হয়।



লেবার ওয়েলফেয়ার কনফারেন্স ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯ এর সফল আয়োজনে
তৎকালীন সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

অধ্যায় ১১

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯



আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯ এর অনুষ্ঠানে সিআইপি সম্মাননা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families" বিষয়ে রেজুলেশন গ্রহণের দিনটিই পরবর্তীতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। অভিবাসী কর্মীর মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অভিবাসী অধিকার ফোরাম, আইএনজিও/ এনজিও এ দিনটি বিশেষভাবে পালন করে আসছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর আওতাধীন বিভিন দপ্তর/ সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা/ এনজিও/ অংশীগণ/ অভিবাসী কর্মীগণের অংশগ্রহণে বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৯ সালের ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই মেলে'।

অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও

এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) এর সভাপতি বেনজীর আহমদ এমপি সহ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এর প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও'র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রায় ৫০টি স্টলের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, আইএনজিও/এনজিও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও সেবাসমূহ উপস্থাপন করেন। 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯' এ নিরাপদ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ধরে দেশের সর্বস্তরের মানুষের সামনে প্রবাস বান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার চিত্র উপস্থাপন করা হয়। নিরাপদ অভিবাসন বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না হলেও এ সকল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

এ দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের হাতে শিক্ষা বৃত্তির চেক, সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশগামী কর্মীদের বীমা পলিসির উদ্বোধন ও সিআইপি (এনআরবি) প্রাপ্তদের সনদ প্রদান করেন।

একই সময়ে বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএইটির অধীন (ডিইএমও), বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (টিটিসি), (আইএমটি), শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ অনুরূপ সচেনতনতামূলক সেমিনার, সভা, মেলা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।



আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

অধ্যায় ১২



প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রবাসী কল্যাণমূলক কার্যক্রম

১২.১। নারী কর্মী সুরক্ষা

নারী কর্মীদের সহায়তার জন্য ২০০৯ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা এবং ওমানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ৪টি সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে।

১২.২। শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম ও শিক্ষা সহয়তা

প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০১২ সাল হতে শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীর ৬,৮৮১ জন মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬ সাল হতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ভর্তিতে প্রবাসী কর্মীর সন্তান কোটায় ০.৫% আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের ভর্তির জন্য প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হচ্ছে।

১২.৩। স্কুল প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী অবস্থানকারী দেশসমূহে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য বাংলাদেশি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে গ্রীসের এথেন্সে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল" স্কুল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মাম এবং বাহরাইনে মোট ০৫টি বাংলাদেশি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রেরিত সার সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন।

১২.৪। মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্সুরেন্স বাবদ আদায়কৃত অর্থ

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্সুরেন্স বাবদ ৬৭৯৭ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৫৩১ কোটি টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১২.৫। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

প্রবাসে কর্মরত ও প্রবাস ফেরত আহত বা অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০৮ জনকে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ৩.০৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১২.৬। প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

মৃত কর্মীর পরিবার প্রতি ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩,২০৯ জন কর্মীর পরিবারকে প্রায় ৯৪.৫০ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১২.৭। মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ সহায়তা

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ২,৯১৯ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে এবং কর্মীর পরিবারকে প্রায় ১০.২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১২.৮। পরিবহন ও অন্যান্য সেবা

- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন এবং অসুস্থ কর্মীর জন্য বিমানবন্দরে ৩টি এম্বুলেন্সের মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- অভিবাসী বাংলাদেশি ও অনিবন্ধিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে আর্থিক সহয়তা প্রদান

অধ্যায় ১৩

"মুজিববর্ষের সেবা নিন,
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ"

অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

১৩.১। ঋণ বিতরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৩৩৮ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে মোট ১০৮.৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

অর্থবছর সংখ্যা	ঋণগ্রহীতার টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত	আদায়
২০১১-১২	৮৯৯	৭৩৪.০০	১৬১.০০
২০১২-১৩	১১৫৯	৯৩৮.০০	৪৯৬.০০
২০১৩-১৪	৩৩৪৯	২৬০.০০	১১৯৭.০০
২০১৪-১৫	৪২৫৮	৩৩৩৩.০০	২৪৫৪.০
২০১৫-১৬	৭৭৬৩	৭৮৯৪.০০	৪৭৬৭.০০
২০১৬-১৭	৬৩০৫	৭৪৮০.০০	৬৪৫০.০০
২০১৭-১৮	৫৫৮৯	৭১২৯.০০	৬৮৪৪.০০
২০১৮-১৯	৭১১৫	১০৫৪৯.০০	৭৬৯৪.০০
২০১৯-২০	৬৩৩৯	১০৮৯৫.৬০	৭৫৩৫.৯৮

১৩.২। রেমিটেন্স বিতরণ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজন দ্রুত ও সহজেই এই ব্যাংক থেকে রেমিটেন্স সংগ্রহ করতে পারছেন।

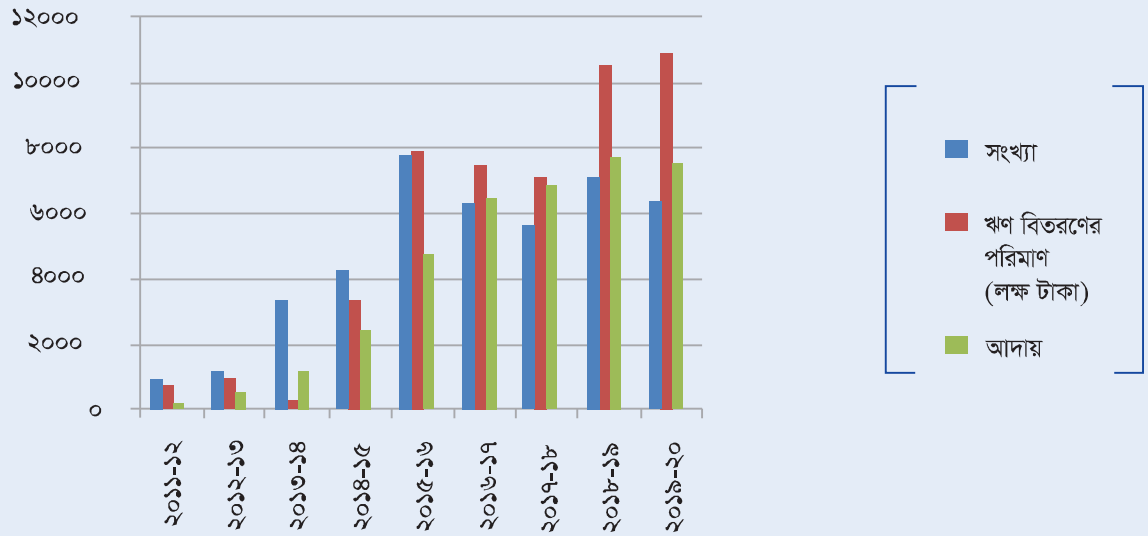

১৩.৩। নতুন শাখা খোলা

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৫টি শাখার পাশাপাশি আরো ৩৫টি নতুন শাখা খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৩.৪। অটোমেশন

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় Real Time Online Banking পরিচালিত হচ্ছে।

১৩.৫। তফসিলি কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি (পি-৩)৭৪৮(৯৩)/ ২০১৮-৫৪৮৭ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তফসিলি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে CBS বাস্তবায়ন, Nostro Account খোলা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অধ্যায় ১৪

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি



২০১৯ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নিম্নরূপে গঠনপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়

ক্র:ন:	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবি
১.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	২৮২ চট্টগ্রাম-৫	সভাপতি
২.	জনাব ইমরান আহমদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী	২৩২ সিলেট-৪	সদস্য
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়		
৩.	অধ্যাপক মো: আলী আশরাফ	২৫৫ কুমিল্লা-৭	সদস্য
৪.	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন	২২৪ সুনামগঞ্জ-১	সদস্য
৫.	জনাব মৃণাল কান্তি দাস	১৭৩ মুন্সিগঞ্জ-৩	সদস্য
৬.	জনাব দিদারুল আলম	২৮১ চট্টগ্রাম-৪	সদস্য
৭.	বেগম আয়েশা ফেরদাউস	২৭৩ নোয়াখালী-৬	সদস্য
৮.	জনাব পংকজ নাথ	১২২ বরিশাল-৪	সদস্য
৯.	জনাব মো: সাদেক খান	১৮৬ ঢাকা-১৩	সদস্য
১০.	জনাব মো: ইকবাল হোসেন	২২১ শরীয়তপুর-১	সদস্য

এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২য় থেকে ৮ম পর্যন্ত মোট সাত (০৭) টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে

বৈঠক নং	তারিখ
২য় বৈঠক	০৯ জুলাই ২০১৯
৩য় বৈঠক	২৪ জুলাই ২০১৯
৪র্থ বৈঠক	২৮ আগস্ট ২০১৯
৫ম বৈঠক	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৬ষ্ঠ বৈঠক	২৫ নভেম্বর ২০১৯
৭ম বৈঠক	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯
৮ম বৈঠক	২৩ জানুয়ারি ২০২০

বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

অধ্যায় ১৫

মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ-২০২০" উপলক্ষ্যে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠনসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ:

কমিটি গঠন: মুজিববর্ষ ২০২০ এর সকল কার্যক্রম সফল করতে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আহ্বায়ক এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কে সদস্য সচিব নির্ধারণ করে **উপদেষ্টা কমিটি** গঠন করা হয়। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আহ্বায়ক এবং উপসচিব (প্রশাসন) কে সদস্য সচিব নির্ধারণ করে **বাস্তবায়ন কমিটি** গঠন করা হয়। এছাড়াও, গৃহীত সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়।

বিনা অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ: ২০২০ সালে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে ১০০০ জন কর্মী বিদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং বায়রা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিদেশে কর্মসংস্থান: "মুজিববর্ষ"-২০২০ উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একমাত্র সরকারি রিক্রুটমেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ১০০ জন সন্তানকে বিনা অভিবাসনে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা: প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য এ মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলা কারিকুলামে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমা এবং গ্রীসের এথেন্সে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল" স্কুল নির্মাণ এবং দাম্মাম, রিয়াদ ও বাহরাইনে স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

স্কুল	অনুমোদিত বরাদ্দ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাহস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটেনিয়াল স্কুল	০১ কোটি টাকা
গ্রীসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটেনিয়াল স্কুল	২৫৩৪৯৫০.০০ ইউরো সমপরিমাণ ২৬,০৭,১৯,৬০৮.০০ টাকা
সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলা স্কুল	১৭.৯২ কোটি টাকা ।
সৌদি আরবের দাম্মামস্থ বাংলা স্কুল	১৩.৮৬ কোটি টাকা
বাহরাইনস্থ বাংলা স্কুল	৪০ কোটি টাকা

তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা : বিদেশগামী ও বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকরা যাতে খুব সহজে যে কোনো তথ্য ও পরামর্শ পেতে পারে তার জন্য বিএমইটির ডাটাবেজের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে থেইন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বিষয়ে MOU স্বাক্ষরের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানে অবস্থিত ভাটারায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'Sheikh Mujib A Nation's Father' প্রকাশনা: মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Sheikh Mujib A Nation's Father' বইটি প্রকাশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১-০৬-২০২০ তারিখে বইটির মোড়ক উন্মোচন করে এ মন্ত্রণালয়কে জাতির পিতার জীবন দর্শনে নিবেদিত হয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

সর্বোপরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকে উৎসাহ প্রদান করতে মুজিববর্ষে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- **"মুজিববর্ষের আহবান/ দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"**



মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'Sheikh Mujib : A Nation's Father' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২১-০৬-২০২০)

অধ্যায় ১৬

করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১৬.১। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোট ৮টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ মার্চ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে কোভিড পরিস্থিতিতে অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, রি-ইন্টিগ্রেশন ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। এসব সভায় বিদেশে অবস্থানরত কর্মীদের কল্যাণসহ প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য সমন্বিত রি-ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম, গন্তব্য দেশসমূহের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, কর্মীদের ফেরত আসা সহজীকরণ, ফেরত আসা কর্মীদের ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬.২। করোনা মনিটরিং কমিটি গঠন:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় আন্তঃমন্ত্রণালয় ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (মিশন ও কল্যাণ)কে আহ্বায়ক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট করোনা ভাইরাস মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি করোনা ভাইরাসের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১৬.৩। দেশে ও বিদেশে ত্রাণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ঔষধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

- করোনাকালীন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কাজ সচল রাখা, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহকে অনুরূপ নির্দেশনা প্রদান, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও অফিস ভবনের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত কর্মীগণ যেন সংশ্লিষ্ট দেশের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলে, সেজন্য শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, দেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সচেতনতার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এবং এনজিওদের সম্পৃক্ত করে মাইকিং ও লিফলেট বিলিসহ নানাবিধ প্রচারমূলক কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

১৬.৪। বিদেশে থাকা দুস্থ কর্মীদের প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা প্রদান

- করোনাকালে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দাস্থ সেইফ হোম ও ডিপোর্টেশন সেন্টারে অবস্থানরত মোট ২০৭ জন নারী কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে বিমান ভাড়া প্রদান করে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। একইভাবে লেবানন থেকে ৯৫ জন কর্মী এবং ভিয়েতনামে আটকে পড়া ১০৫ জন কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে ।

১৬.৫। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের বিমানবন্দরে সহযোগিতা প্রদান

- গত ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত লকডাউন সময়কালে বিদেশ প্রত্যাগত ৫ হাজার ৯শত ৭৪ জন কর্মীকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিমান বন্দরে তাৎক্ষণিক মোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৬। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের রি-ইন্টিগ্রেশনের জন্য ঋণ প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ

- করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে **"বিনিয়োগ ঋণ"** প্রদানের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে গত ১৫ জুলাই ২০২০ হতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে মাত্র ৪% সরল সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে সরকার ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে জমা হয়েছে। এতে পুরুষ কর্মীদের জন্য ৯% সুদে ও নারী কর্মীদের জন্য ৭% সুদে ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- করোনা কালে ফেরত আসা কর্মী ও তাদের পরিবারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত দেশব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

- ফেরত আসা কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ সেবা শক্তিশালীকরণের এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দ্রুত বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

১৬.৭। কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিশেষ অনুদান

- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শুধুমাত্র বৈধ ও নিবন্ধিত অভিবাসী মৃত কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমানে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে সকল প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে
বিমানবন্দরে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ



করোনা মহামারীকালীন জর্ডানে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের
উদ্যোগে বিপদগ্রস্ত প্রবাসীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

১৬.৮। মালদ্বীপে খাদ্য সহায়তা প্রদান

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা ও অনুমোদন অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা সহায়তা হিসেবে মালদ্বীপ সরকারকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে (C-130 BAC) প্রদত্ত ০৯ (নয়) মেট্রিক টন খাদ্যসামগ্রী বাবদ মোট ৪,২২,৮৭৩ (চার লক্ষ বাইশ হাজার আটশত তিয়াত্তর) টাকার চেক বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নির্দিষ্ট একাউন্টের (Central Non-Public Fund BAF) অনুকূলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৯। রিক্রুটিং এজেন্টের জামানত ফেরত প্রদান

- রিক্রুটিং এজেন্টসমূহ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ করে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থান ও তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। অন্যদিকে বর্তমানে এ খাতের সংশিষ্ট পেশায় সম্পৃক্ত থেকে রিক্রুটিং এজেন্টের মালিক ও কর্মচারীগণও তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হওয়ার পর এর নেতিবাচক প্রভাবে মার্চ ২০২০ হতে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে সাময়িক স্থবিরতা বিরাজ করছে। ফলে এ খাতে সম্পৃক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়। এ অবস্থায় তাঁদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা প্রদান, অফিস ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ বহন দুরূহ হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সহানুভূতি ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এ বিবেচনায় রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা প্রদান, অফিস ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ বহন এবং রিক্রুটিং ব্যবসা পরিচালনা করার নিমিত্ত তাদের লাইসেন্সের জামানতের ৫০% অর্থ এবং মহিলা কর্মী প্রেরণ, জাপানে কর্মী প্রেরণ ও সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণের বিপরীতে জমাকৃত জামানতের ৫০% অর্থ ০১ (এক) বছরে ফেরতযোগ্য হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৬.১০। শ্রম বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

- করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশী কর্মীরা যেন করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় সে দেশে কর্মে নিয়োগ পেতে পারেন, সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে করোনাকালে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দেশে ফেরৎ না পাঠিয়ে অন্য কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষরে একাধিক পত্র দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

- কোভিড পরিস্থিতিতে বৈদেশিক শ্রমবাজারের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ মোট ২৫টি দেশের শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে করোনা পরিস্থিতিতে দেশভিত্তিক পরিবর্তিত কর্মসংস্থানের চাহিদা ও সুযোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে এবং সে অনুসারে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কর্মী তৈরির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যমান শ্রমবাজারের পাশাপাশি নতুন করে যে সমস্ত দেশেকে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কম্বোডিয়া, সেসেলস, বসনিয়া ও হারজেগোভিনা, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, উজবেকিস্তান, চীন অন্যতম। কর্মী প্রেরণের জন্য সম্ভাবনাময় ট্রেড যেমন: ইমারত নির্মাণ, হসপিটালিটি/কেয়ারগিভার, কৃষি ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ট্রেডের চাহিদা নিরূপণ, শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় রি-ইন্টিগ্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে ০৬টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.১১। দক্ষতা উন্নয়ন ও বিদেশে অবস্থানরত কর্মীদের পুন: প্রশিক্ষণ প্রদান

- বিদেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সনদ প্রদানের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে গ্রীসে মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। বাহরাইন ও সৌদি আরবে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৬.১২। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের RPL সনদ প্রদান

- করোনাত্তর আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পুনঃ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরত আসা কর্মীদের পুনরায় বিদেশ প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষণের যথাযথ সনদায়ন ও পূর্ববর্তী শিক্ষার স্বীকৃতি (RPL – Recognition of Prior Learning) বিষয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে RPL সনদ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৬.১৩। বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্বাচন

- বিদেশগামী কর্মীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ৮টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্বাচন করা হয়েছে।

- বিদেশগামী কর্মীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য একটি RT-PCR ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও KOIKA থেকে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

১৬.১৪। বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রত্যাগত কর্মী ও তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান

- টেকসই রিইন্টিগ্রেশন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের স্বার্থে আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এর সহযোগিতায় একটি রিটার্নি ডাটাবেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এ বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।

- প্রায় ৪,০০০ জন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীকে আইসিএমপিডি নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় বিমানবন্দরে হাল্কা খাদ্য ও পানীয় এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে Post-pandemic Strategic Roadmap for the Labor Migration Sector প্রণয়নের কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করছে।

১৬.১৫। মহান জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন

- একাদশ জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে প্রবাসী কর্মীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি প্রদান করেন।

- করোনা মহামারীর শুরু থেকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং করোনাকালেও প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ম বৈঠকে ৪টি সিদ্ধান্তের বিপরীতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এ সকল উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

১৬.১৬। উপকারভোগী

চলমান বৈশ্বিক মহামারির (কোভিড-১৯) এ সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উপর্যুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শ্রেণির মানুষ এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা উপকৃত হয়েছেন ঃ

(ক) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী

(খ) কোভিড-১৯ দ্বারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত/অভিঘাতপ্রাপ্ত দেশে প্রত্যাবাসনে ইচ্ছুক প্রবাসী কর্মী;

(গ) কোভিড-১৯ সময়ে বা অব্যবহিত পূর্বে দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মী;

(ঘ) কোভিড-১৯ এর অব্যবহিত পূর্বে ছুটি কাটাতে এসে দেশে আটকেপড়া প্রবাসী কর্মী;

(ঙ) বৈদেশিক চাকরি নিয়ে বিদেশ যাওয়া নতুন কর্মী;

(চ) করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত আসা কর্মী ও করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্য।

পরিশিষ্ট ১

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের তালিকা

ক) মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর

ক্রম:	নাম	পদবি	ফোন	ইমেইল
১	**ইমরান আহমদ**, এমপি	মাননীয় মন্ত্রী	অফিস: ৪১০৩০৬৬৬	minister@probashi.gov.bd
২	আহমদ কবীর	মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	অফিস: ৪১০৩০২২৭ মোবাইল: ০১৭১২১৭৩২১১	ps2minister@probashi.gov.bd
৩	মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান	মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৩০	pro@probashi.gov.bd

খ) সচিব মহোদয়ের দপ্তর:

১	**ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন**	সচিব	অফিস: ৪১০৩০৪৪৪	secretary@probashi.gov.bd
২	সন্দীপ কুমার সরকার	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	অফিস: ৪১০৩০২২০ মোবাইল: ০১৭১২১৫০১৫৮	ps2secretary@probashi.gov.bd

গ) প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

১	মোঃ শহীদুল আলম (এনডিসি)	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৪ মোবাইল: ০১৮১৭৩১৯৫৫০	adsadmin@probashi.gov.bd
২	মোঃ আঃ খালেক মল্লিক	যুগ্ম সচিব	অফিস: ৪১০৩০২১৬ মোবাইল: ০১৫৫২৩৬৬৭০৫	jsbudget@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবি	ফোন	ইমেইল
৩	মনির হোসেন চৌধুরী	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬১ মোবাইল: ০১৭১৩১২৯৩৮৫	dsadmin@probashi.gov.bd
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২২০ মোবাইল: ০১৭১৬৪৭৪৪৬৬	dsmonitoring1@probashi.gov.bd
৫	নাইমা আফরোজ ইমা	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪৯ মোবাইল: ০১৬৮৮২৫৫৯০৮	dsparliament@probashi.gov.bd
৬	মোঃ আবু রায়হান	সিস্টেম এনালিস্ট	মোবাইল: ০১৭৫৭৪৪৪৫২৮	sa@probashi.gov.bd
৭	আশফাক আহমেদ	প্রোগ্রামার	মোবাইল: ০১৭১০২৬৪৯১১	programmer@probashi.gov.bd
৮	মোঃ রেজাউল করিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	অফিস: ৪১০৩০২৫৬ মোবাইল: ০১৭৮১৪১৪০৩৬	acofficer@probashi.gov.bd
৯	হোসাইন মোহাম্মদ মামুন	সহকারী প্রোগ্রামার	মোবাইল: ০১৭৪২৫৪৪৫৮৩	ictc@probashi.gov.bd
১০	ছৈয়দ আজিম উদ্দিন আহমেদ	সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৮১৪২১৩২১৪	azimmoi1969@gmail.com
১১	মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া	সহকারী সচিব	অফিস: ৯৩৪৯২৩০ মোবাইল: ০১৯৯১৭০৭০৪১	mdsmiah3@gmail.com

ঘ) মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ

১	নাসরীন জাহান	যুগ্ম সচিব	অফিস: ৪১০৩০২১৯ মোবাইল: ০১৭৮৯২০২৯৬৭	jsmission@probashi.gov.bd
২	কাজী আবেদ হোসেন	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬০ মোবাইল: ০১৭১৬২৬৯৪২৬	ps2secretary@probashi.gov.bd
৩	শাহীনা ফেরদৌসী	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৫১ মোবাইল: ০১৭৯৭৪৯৯৭৩০	dswelfare@probashi.gov.bd
৪	কাঞ্চন বিকাশ দত্ত	সহকারী সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬২ মোবাইল: ০১৫৫২৬৩৮৮১৯	aswelfare1@probashi.gov.bd

ঙ) দপ্তর ও সংস্থার প্রশাসন অনুবিভাগ

১	শেখ শোয়েবুল আলম (এনডিসি)	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৯ মোবাইল: ০১৭১৫৩৯০৯২৯	adsorg@probashi.gov.bd
২	এ কে এম শরীফুল আলম সিদ্দিকী	উপসচিব	অফিস: ০২-৪১০৩০২৪৫ মোবাইল: ০১৬৩১৪৮১০৫৪	.....@probashi.gov.bd
৩	শাহানারা খানম	সহকারী সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬৫ মোবাইল: ০১৬৮০২৪৬৭৫৬	asenforcement@probashi.gov.bd

চ) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

১	খাদিজা বেগম	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৩ মোবাইল: ০১৭৫৬০৩৭৮৭৭	adsdevelopment@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবি	ফোন	ইমেইল
২	.....	.....	অফিস: ৪১০৩০২৫৩ মোবাইল: ০১৭১২০৭৭০২৩	jsdevelopment@probashi.gov.bd
৩	ফররুখ আহম্মদ	উপসচিব	মোবাইল: ০১৯২৮৭০৬১৯০	dsplaning@probashi.gov.bd
৪	রাফাত আফরীন দিনা	সিনিয়র সহকারী সচিব	অফিস: ৪১০৩০৬৬৩ মোবাইল: ০১৭৯৪১১৬৪২৬	
৫.	মোঃ আবদুল খালেক	সহকারী সচিব	অফিস: ৪৮৩১৭৪১৫ মোবাইল: ০১৫৫২৩৮৭৬১১	

ছ) প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

১	মোঃ নাজীবুল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৩৫ মোবাইল: ০১৮১৯৫৯৭১১১	adstraining@probashi.gov.bd
২	মোঃ জাহাংগীর আলম	যুগ্ম সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬৫ মোবাইল: ০১৬৮০২৪৬৭৫৬	jstraining@probashi.gov.bd
৩	ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	উপসচিব	মোবাইল: ০১৭১১১০৫৫৮৯	dstraining2@probashi.gov.bd
৪	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭১৮১৪৮২০৯	sastraining@probashi.gov.bd
৫	.....	সহকারী সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৫৪ মোবাইল: ০১৭১১৫৮৬৫৮৪	astraining2@probashi.gov.bd

জ) গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ

১	সৈয়দা সাহানা বারী	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২১৮ মোবাইল: ০১৮১৮১১২২২৬	szedabari@zahoo.com
২	মোঃ মোতাহার হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬৫ মোবাইল: ০১৬৮০২৪৬৭৫৬	motahar406@zahoo.com
৩	শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪০ মোবাইল: ০১৯১২৮১০৭৮৪	tsunashima2306@gmail.com

ঝ) কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

১	বশীর আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪৯৩৪৯৪২১ মোবাইল: ০১৭১৭১৪৫০৫৭	adsemplozment@probashi.gov.bd
২	মোহাম্মদ শাহীন	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৫২ মোবাইল: ০১৭১১৩৭০৪৪৭	dsemplozment2@probashi.gov.bd
৩	সুষমা সুলতানা	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪৩ মোবাইল: ০১৯১২৮১০৭৮৪	tsunashima2306@gmail.com

ক্রম:	নাম	পদবি	ফোন	ইমেইল

ঞ) মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ:

১	মোজাফফর আহমেদ (পি এইচ ডি)	যুগ্মসচিব	অফিস: ৪১০৩০২২১ মোবাইল: ০১৬১১৫৭৮৭৪৭	jsmonitoring@probashi.gov.bd
২	আমীর আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম	উপসচিব	অফিস: ৯৩৪৯৩১৪ মোবাইল: ০১৭১২৭০৩৯৯৯	dsmonitoring@probashi.gov.bd
৩	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭৪২৭৫৬৮৫২	asenforcement@probashi.gov.bd

ট) শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রম:	নাম	পদবী	দেশ	ফোন	ইমেইল
১	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, কুয়েত	+৯৬৫-২৪৯১-৩২২০ +৯৬৫-৫১৬৬-২৪৮০	counselorkuwit@probashi.gov.bd
২	ফাতেমা জাহান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, দুবাই	+৯৭১-৪২৬৯-০৭৬৪ +৯৭১-৫৬৭৯-৫৬০৭৯	counselordubai@probashi.gov.bd
৩	মোঃ আবদুল আলীম মিয়া	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত	+৯৭১-২-৪৪৬-২৭৪৫ +৯৭১-৫-০৮১-৯২১৯	counselorabudhabi@probashi.gov.bd
৪	গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান কবির	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, লিবিয়া	+২১৮-২১- ৪৯০০-৬১৯ +২১৮-৯১৬৯৯-৪২০২	counselortripoli@probashi.gov.bd
৫	মোঃ হুমায়ূন কবির	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, ওমান	+৯৬৮-২৪৬৯-৮৪৪০ +৯৬৮-৯৯৪১-৩১৩২	counselormuscat@probashi.gov.bd
৬	মো: আমিনুল ইসলাম	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা, সৌদি আরব	+৯৬৬- ১২৬৮৯-৬২৭ +৯৬৬ ৫০২ ৭৬৪৬ ২৭	counselorjeddah@probashi.gov.bd
৭	ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, কাতার	+৯৭৪-৪০৩৭-৪৭২৫ +৯৭৪-৫০০১-০৪২৮	counselordoha@ probashi.gov.bd
৮	মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	+৬-০৩-৪০২১-২৫০৪ +৬-০১২২৯০৩২৫২	counselorkl@probashi.gov.bd
৯	মুহাম্মদ রেজাউল কবীর	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, ইরাক	+৯৬৪-৪৭৭২৯০০৪০১০	counselorbaghdad@probashi.gov.bd
১০	মোঃ আতাউর রহমান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, সিঙ্গাপুর	+৬৫৬৬৬১০২৯৮ +৬৫৯১৮৯৫৩৬৩	counselorsg@probashi.gov.bd
১১	.....	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	+৯৬৬ ১১ ২১৫২ ০৯ +৯৬৬-৫৩৬৮-৭৪৪৩৪	counselorrizadh@probashi.gov.bd
১২	মকিমা বেগম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, দক্ষিণ কোরিয়া	+৮২-২-৭৯৬৯-০১০ +৮২-১০-৯১৮৮-৪০৫৬	fsseoul@probashi.gov.bd
১৩	আবদুল্লাহ আল মামুন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, লেবানন	+৯৬১৭১৩৪৯৫৯৭	fslebanon@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবি	দেশ	ফোন	ইমেইল
১৪	মোঃ এরফানুল হক	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রোম, ইতালি	৩৯ ০৬- ৮০৬৯-০৯ +৩৯ ৩৮৯- ৪৭৫- ৬৯০২	fsrome@probashi.gov.bd
১৫	জিল্লাল হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ব্রুনাই	+৬৭৩২৩৪২৪৬০	fsbrunei@probashi.gov.bd
১৬	মো: সালাহউদ্দিন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, অস্ট্রেলিয়া	৬১-২-৬২৯০-০৫১১ +৬১-৪-৭৬০২-৫০৩২	fscanberra@probashi.gov.bd
১৭	মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, স্পেন	+৩৪-৯১৪-০১৯-৯৩২ +৩৪-৬৩১-২৯২-৮২৬	fsmadrid@probashi.gov.bd
১৮	মোঃ সোহেল পারভেজ	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালদ্বীপ	+৯৬০- ৩০১১-০৬৫ +৯৬০-৭৬১৫-১৬৮	fsmale@probashi.gov.bd
১৯	মোঃ ফাহাদ পারভেজ বসুনিয়া	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, থাইল্যান্ড	+৬৬ ২৩৯০-৫০৬৪ +৬৬ ৯৪৩৩-৬৪৬৬১	fsbangkok@probashi.gov.bd
২০	বিশ্বজিৎ পাল	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, গ্রীস	০০৩০-২১০৬-৭৫৪৮১২(O) +৩০- ৬৯৫-১৬১৮-৯১৮(M)	fsathens@probashi.gov.bd
২১	আবু সালেহ্ মোহাম্মাদ ইমরান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ইরাক	+৮২-২-৭৯৬৯-০১০ +৮২-১০-৯১৮৮-৪০৫৬	fsiraq@probashi.gov.bd
২২	মো: হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	+৬-০৩-৪০২১-২৫২৪ +৬-০১২২৯৪১৬১৭ +২১৮-৯১৬৯৯-৪২০৬	fskl@probashi.gov.bd fstripoli@probashi.gov.bd
২৪	শেখ মো: তৌহিদুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, বাহরাইন	+৯৭৩-১৭২৩-৩৯২৫ +৯৭৩-৩৫৩৪-৯৯৪৪	fsmanama@probashi.gov.bd
২৫	সাব্বির আহমেদ	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মিলান, ইতালি	+৩৯-০২-৮৭০৭-৮৫৪ +৩৯-৩২০২২-৪৪৮২৯	fsmilan@probashi.gov.bd
২৬	মো: জাকির হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জাপান	+৮১ ৩ ৩২৩৪ ৫৮০১ +৮১ ০৭০ ৩২০২- ৪৪০০	fstokzo@probashi.gov.bd
২৭	মো: মনিরুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জর্ডান	+৯৬২-৬৫৫-২৯১৯২ +৯৬২-৭৮৯৬-০৬৪১৫	fsamman@probashi.gov.bd
২৮	মাজেদুর রহমান সরকার	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রাশিয়া	+ ৭ ৪৯৯ ২৪৬ ১৮৫(O) +৭ ৯৬৮ ৪৪ ৩৪ ৯৫১(M)	fsmoscow@probashi.gov.bd
২৯	মো: ইকতেদার আলম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, হংকং	+৮৫২ -২৮২৭- ৪২৭ +৮৫২-৬৭৭৩ -১৪০৫	fshongkong@probashi.gov.bd
৩০	মোহম্মদ হোসেন ভূঁইয়া	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, সিঙ্গাপুর	+৬৫-৬২৫৫-১৫৭৯ +৬৫- ৯৬৭০-৪০৮০	fssg@probashi.gov.bd
৩১	মো: অহিদুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মরিশাস	+২৩০-২১২-৯৫২৭ +২৩০-৫৮৯৮-৮৮৭১	fsportlouis@probashi.gov.bd
৩২	মো: আসাদুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	+৯৬৬ ১১ ৪১৯ ৩৯৪ +৯৬৬-৫৩৭৯-৭৯৫৬৩	fsrizadh@probashi.gov.bd
৩৩	তন্ময় ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, কাতার	+৯৭৪-৪৪৬৭-১৪৯৯ +৯৭৪-৫৫৮১-৮২১৪	fsdoha@probashi.gov.bd islam.tanmoy@gmail.com

ক্রম:	নাম	পদবি	দেশ	ফোন	ইমেইল
৩৪	মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, কায়রো, মিশর	+২-০২-৩৭৬১-৩১৭৮ +২-০১-০০৪৬-০৮৭১৫	lwcairo@gmail.com
৩৫	মোছাম্মৎ লুৎফুন নাহার নাজীম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত		lutfun16230@gmail.com
৩৬	মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেনেভা		mkislam.du@gmail.com
৩৭	ফকির মোহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, দুবাই	+৯৭১-০৪২৩৮৮২০২ +৯৭১-০৫৮৯৮৪৫৭১৭	fsdubai@probashi.gov.bd
৩৮	মোঃ আরিফুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা	+৯৬৬-১২৬৮-০২০৪৮ ext.- ১৩৮ +৯৬৬-৫৩৪৪-৫৫৭১৬	arif.du@yahoo.com
৩৯	মো: আনোয়ার হোসেন	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ওমান	+৯৬৮-২৪৬৯-৪৭৯৮ +৯৬৮-৯৫২৪-১৮৫৯	ssmuscat@probashi.gov.bd
৪০	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	+৬-০৩-৪০২১-২৫২৫ +৬-০১২৪৩১৩১৫০	sskl@probashi.gov.bd
৪১	কে. এম. সালাহউদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা, সৌদি আরব	+৯৬৬-১২৬৩৩-৫০৮২ +৯৬৬-৫০৯৩-৬০০৮২	ssjeddah@probashi.gov.bd
৪২	মো: সফিকুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	+৯৬৬ -১১ ২১-৫২ +৯৬৬-৫০৩৪৯-৩৪৫২	ssriyadh@probashi.gov.bd

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রম.	দপ্তর/সংস্থার নাম	দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবি	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	**মোঃ শামছুল আলম** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০২-৪৯৩৪৯৯২৫	dg@bmet.gov.bd
২.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	**মোঃ হামিদুর রহমান** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০২-৪৮৩১৮২০৪	dg@wewb.gov.bd
৩.	বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	**সাইফুল হাসান বাদল** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	০২-৪৮৩১৬৪২৭	md@boesl.gov.bd
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	**মোঃ এবনুজ জাহান** উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে)	০২-৪৮৩২১৯৭৯	info@pkb.gov.bd

পরিশিষ্ট ২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহ

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১.	**বিআইএমটি, নারায়ণগঞ্জ** বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	জনাব মোহাম্মদ তকিউদ্দিন সাকি অধ্যক্ষ (রুটিন দায়িত্ব)	০১৬১৬২০০০১০	bimt.saki@gmail.com
২.	**আইএমটি, ফরিদপুর** বেড়ী বাঁধ, চুনাঘাটা, ফরিদপুর সদর	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮১৬৮৮৩৮২১ ০১৭৮১১৭৩৪৩১	imt.faridpur.gov@gmail.com
৩.	**আইএমটি, বাগেরহাট** চিতটি, বৈটপুর (দড়াটানা ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বে), বাগেরহাট সদর	জনাব মোঃ শামিম হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭৫২৭৪০৮২০	imt.bagerhat@gmail.com
৪.	**আইএমটি, সিরাজগঞ্জ** মুলীবাড়ী, সয়দাবাদ, সিরাজগঞ্জ	জনাব মোঃ জিয়াউল হক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৫৫২৪৩৫৬৭৭ ০১৭৮৯০২৯০৯৩	principalimts@gmail.com
৫.	**আইএমটি, মুন্সীগঞ্জ** বোরলিয়া, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮১৬৩৪২৫৯৪	imt.munshigonj@gmail.com
৬.	**আইএমটি, চাঁদপুর** গাছতলা, ডাকাতিয়া নদী ব্রীজ, চাঁদপুর	জনাব মোঃ আকরাম আলী অধ্যক্ষ	০১৫৫৬৩০৫৮৩৫	imtcha5@gmail.com akrambimt@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি):

৭.	**বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি** মিরপুর, মিরপুর-২, ঢাকা	মোসাঃ ফৌজিয়া শাহনাজ অধ্যক্ষ	৯০০২৭১৩/৯০০২০১৮ ০১৭১৫০২৯০৯৬	bgttc.1965@zahoo.com
৮.	**বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি,** মিরপুর দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যক্ষ	৯০০০১৮৪/৯০০০১৮৬ ০১৭১১৭৩১২৪৮	principalbkttc67@zahoo.com
৯.	**বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি,** চট্টগ্রাম, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	জনাব নওরীন সুলতানা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৩১-৬৮২০৮২/৬৮২৬৭৩ ০১৭১৭৪৩৩২৬৫	chittagongbkttc@gmail.com
১০.	**টিটিসি, রাজশাহী** সপুরা, রাজশাহী	জনাব এস,এম,ইমদাদুল হক অধ্যক্ষ	০৭২১-৭৬১৩৩৬/৭৬১৫৯৮ ০১৭১৬২০৫৩৭২	principalttcraj@gmail.com
১১.	**টিটিসি, ফরিদপুর** শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান অধ্যক্ষ	০৬৩১-৬২৫৩৪ ০১৭১৬২৮০০২২	ttckhu@gmail.com principalcomillattc@gmail.com
১২.	**টিটিসি, কুমিল্লা** কোটবাড়ী, কুমিল্লা	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম অধ্যক্ষ	০৮১-৬৫৬৬২/৬৫৯৭৮ ০১৭১১৫৮৫৮৩৫	
১৩.	**টিটিসি, রাঙ্গামাটি** কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান অধ্যক্ষ	০৩৫১-৬২২০৩,৬২৩২০ ০১৭১১৯০২০৬৪	ttcranga@zahoo.com
১৪.	**টিটিসি, খুলনা** তেলিগাতি, খুলনা	জনাব এ,কে,এম মনিরুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৪১-২৮৭০০৪৭ ০১৭১২০৫২১৩৯	faridpurttc@gmail.com
১৫.	**টিটিসি, ময়মনসিংহ** মাসকান্দা, ময়মনসিংহ	জনাব গিয়াস উদ্দীন আহমেদ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৯১-৬৩৯৭৭ ০১৭১১৯৭৯৪১৭	ttcmzn@gmail.com
১৬.	**টিটিসি, বগুড়া** নিশিন্দারা, শান্তাহার রোড,বগুড়া	জনাব সুশান্ত কুমার রায় অধ্যক্ষ	০৫১-৬৬৩৯১/৬৪৬১৭ ০১৭১৮৭৫৮৭৫৪	ttcbogra@zahoo.com
১৭.	**টিটিসি, বরিশাল** সি এন্ড বি রোড, বরিশাল	জনাব গোলাম কবির অধ্যক্ষ	০৪৩১-৬৫০৭২ ০১৭১২৭৫৪৪৮৩/ ০১১৯৯৪৭৩৫৬৩	ttcbar@gmail.com
১৮.	**শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব** মহিলা টিটিসি, ঢাকা। দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ	৯০২২৯৯৯ ০১৭১৫৫৫২৩১০	sfmmttc@gmail.com
১৯.	**টিটিসি, যশোর** খুলনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন, যশোর	জনাব সাজ্জাদ হেসেন ভূঁইয়া অধ্যক্ষ	০৪২১-৬৮৮৬৭ ০১৮১৮৪৮১১২৬	jessorettc@gmail.com
২০.	**টিটিসি, পটুয়াখালী** পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	জনাব মোঃ মাঈনুদ্দিন অধ্যক্ষ	০৪৪১-৬৩৬৭৬ ০১৯১৪০৪০৪৫৩	ttcpatuakhali@gmail.com
২১.	**টিটিসি, কুষ্টিয়া** চৌড়হাস, বিসিক রোড, কুষ্টিয়া	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান অধ্যক্ষ	০৭১-৬২৫১২ ০১৭১০৪৯০৯৯৭	kushtiattc@gmail.com
২২.	**টিটিসি, পাবনা** লক্ষ্মীনাথপুর, পাবনা	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম অধ্যক্ষ	০১৭১১৩৭৫৫৩৮	12ttcpabna@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
২৩.	**টিটিসি, টাংগাইল** নগর জালফৈ, টাংগাইল	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান অধ্যক্ষ	০৯২১-৬২৯২৫ ০১৭১১৯৪৭৮৬০	ttctangail2014@gmail.com
২৪.	**টিটিসি, রংপুর** তালুক ধম্মদাস, রংপুর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	জনাব অবু সাইদ মোঃ রেজাউল করিম	০১৭২৬৮২৬৩১৮	rangpurttc.bmet@gmail.com
২৫.	**টিটিসি, জামালপুর** বেলটিয়া, জামালপুর	জনাব জাবেদ রহিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৭৬৯৮৭১	jamalpurttc@gmail.com
২৬.	**টিটিসি, দিনাজপুর** মাতা সাগর, শেখপুরা, দিনাজপুর	জনাব মোঃ আইনুল হক অধ্যক্ষ	০৫৩১-৫১১২৮ ০১৫৫৮৩৪৮৪১৫ ০১৭১২৯৯১১৩৮	dinajpurttc@gmail.com
২৭.	**টিটিসি, সিলেট** আলমপুর, সিলেট	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ মোল্লা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৮২১-৮৪১৮০০ ০১৭১১৯৮৬০১৯	szlhetttc2@gmail.com
২৮.	**টিটিসি, নোয়াখালী** গাবুয়া, নোয়াখালী	মোঃ মাহাতাব উদ্দিন পাটোয়ারী অধ্যক্ষ	০৩২১-৬২৮৬৩ ০১৮১২৫৯৭৯৮৪	noakhalittc@zahoo.com
২৯.	**টিটিসি, বান্দরবান** মেঘলা, বান্দরবান	জনাব পলাশ কুমার বড়ুয়া অধ্যক্ষ	০৩৬১-৬২৮৬৭ ০১৮১৪১০২৫১২	bandarbanttc@zahoo.com
৩০.	**টিটিসি, লালমনিরহাট** লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	জনাব মোঃ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষ	০১৩১৭৯৩১৬১২	ttclal_45@zahoo.com
৩১.	**টিটিসি, ঠাকুরগাঁও** ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	জনাব মোঃ মকছেদুল আলম অধ্যক্ষ	০১৭১৮২৫৪৭৭৩ ০১৮২২৮৫০৩৫৫ ০৫৬১-৫৩৫৯৯	ttcthakurgaon@gmail.com
৩২.	**টিটিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	জনাব নাবিলা নুঝাত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৭৭৩২৫১০৪৯ ০১৯৩৮৩৬৯৩২৭	ttcchapainawabganj@gmail.com
৩৩.	**টিটিসি, খাগড়াছড়ি** গোলাবাড়ী, খাগড়াছড়ি	জনাব মোহাম্মদ সোহেল হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৩৭১-৬১৮৯৯ ০১৮৩২৮৪৮১৪৮	khgttc@gmail.com
৩৪.	**টিটিসি, লক্ষ্মীপুর** মাসিম নগর, লক্ষ্মীপুর	জনাব মোঃ মাহাবুবুর রশীদ তালুকদার অধ্যক্ষ	০৩৮১-৬১৯৫৮ ০১৭৩৯৪৭৪৩৫৯	ttc.laxmipur@gmail.com
৩৫.	**টিটিসি, নরসিংদী** শিবপুর, নরসিংদী	জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন অধ্যক্ষ	০১৭১০৮৩৪৮৮৫/ ০১৬৮৯-০১৬৯৯২	narsingdittc@gmail.com
৩৬.	**টিটিসি, নাটোর** নলডাংগা, নাটোর	জনাব গোলাম নবী অধ্যক্ষ	০৭৭৩২৫১০৪৯- ৫০ ০১৭১৪৭১৭০১২	ttcnatore@gmail.com
৩৭.	**মহিলা টিটিসি, খুলনা** তেলিগাতি, খুলনা	জনাব মোঃ রিয়াজ শরীফ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৪১-২৮৭০৪৭০ ০১৭১২১৩৪৬৬৭	kmttc2010@zahoo.com
৩৮.	**মহিলা টিটিসি, বরিশাল** সি এন্ড বি রোড, বরিশাল	জনাব আহমেদ আল ইমরান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৪৩১-৬১৪৭৬ ০১৮১৯৯১১৩৬১	mttcbarisal@gmail.com
৩৯.	**মহিলা টিটিসি, রাজশাহী** সপুরা, রাজশাহী	জনাব মোঃ নাজমুল হক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৭২১-৮৬১৪০৭ ০১৭১২১১০২৭৪	mttc.raj@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৪০.	**মহিলা টিটিসি, চট্টগ্রাম** নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	জনাব আশরিফা তানজিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৩১২-৫৮০৫২৩ ০১৯৯০১৯৮২৬৮	cmttc2006@gmail.com
৪১.	**মহিলা টিটিসি, সিলেট** আলমপুর, সিলেট	জনাব শাহনাজ পারভীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৮২১-৮৪০৫০৩-০৪ ০১৯১১৫৬৯৩০৮	smttc61041@gmail.com
৪২.	**টিটিসি, কেরানীগঞ্জ** হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	জনাব রীনা আখতার জাহান অধ্যক্ষ	০২-৭৭৬০০৩৭ ০১৭১৪৮২২৩১৬	keranigonjttc@zahoo.com
৪৩.	**টিটিসি, ঝিনাইদহ** আরাপপুর (ক্যাডেট কলেজের পাশে), ঝিনাইদহ	জনাব মোঃ রুস্তম আলি অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০৪৫১-৬১৪৪০ ০১৭১৬৫৯৯১৬২	jhenaidahttcj@gmail.com
৪৪.	**টিটিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া** চিনাইর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জনাব মোঃ আকতার হুসেন অধ্যক্ষ	০১৭৭৫৯৪৮৬৬২	bbariattc@gmail.com
৪৫.	**টিটিসি, শেরপুর** গণপদ্দী, নকলা, শেরপুর	জনাব মোঃ শামসুর রহমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৯২০৬৬০৫৭৬ মোবা ঃ	ttcsherpurnokla@gmail.com
৪৬.	**টিটিসি, চুয়াডাঙ্গা** দর্শন রোড, ভিমরুল্লা, চুয়াডাঙ্গা	জনাব মোঃ মোছাব্বেরুজ্জামান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২০৫৮৬৫৭২	ttcchuadanga@gmail.com
৪৭.	**টিটিসি, গোপালগঞ্জ** ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ	জনাব এ কে এম শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮৬৫০৫৪২৮৪	ttcgopalganj@gmail.com
৪৮.	**টিটিসি, নড়াইল** অধ্যক্ষ	জনাব মোহাম্মদ শামীম হোসেন ডুমুরতলা, নড়াইল	০৪৮১৬২২৫৪ ০১৮১৮৪২৬১২৪	nttc.14@gmail.com
৪৯.	**টিটিসি, ঝালকাঠি** বিকনা, ঝালকাঠি	জনাব আবুল বাশার আল মামুন সিদ্দিকী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২০৪০৭৮৯/ ০১৯১৭৫৬৯৫৮৯	ttcjhalokathi@gmail.com
৫০.	**টিটিসি, কুড়িগ্রাম** টেকনিক্যাল কলেজ মোড়, কুড়িগ্রাম সদর	জনাব মোঃ মাসুদ রানা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২০৭০৫৬৩	kurigramttc@gmail.com
৫১.	**টিটিসি, নীলফামারী** কুখাপাড়া, নীলফামারী	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান অধ্যক্ষ	০১৭১৬৯৬৬৬২৭	ttcnilphamari16@gmail.com
৫২.	**টিটিসি, রাজবাড়ী** আহ্লাদিপুর, রাজবাড়ী	জনাব ফাতেমা নার্গিস অধ্যক্ষ	০১৭২১৭২১৩৮৯	rajbarittc@gmail.com
৫৩.	**টিটিসি, ভোলা** জয়নগর, বাংলাবাজার, ভোলা	জনাব মোঃ রহিজ উদ্দিন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৩১৩৪২৪	ttcbhola@gmail.com
৫৪.	**টিটিসি, পঞ্চগড়** বাগানবাড়ী, মিরগর রোড, পঞ্চগড়	জনাব মোঃ আবদুল হালিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২৭৪৯৯১৭৮	principalpanchagarhttc@gmail.com
৫৫.	**টিটিসি, জয়পুরহাট** হানাইল, জয়পুরহাট	জনাব মোঃ আসিফ আজিজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১৬৩৭৩৩৯৪	jozpurhatttc@gmail.com
৫৬.	**টিটিসি, পিরোজপুর** বাইপাস মুক্তারকাঠি, পিরোজপুর	জনাব মাহমুদ হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৯২৭৮১৭১৩৬/ ০১৭৩৫৩৮০৫৮০	pirojpur.ttc@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৫৭.	**টিটিসি, কিশোরগঞ্জ** কাটাবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ	জনাব মুহাম্মদ হারুন আল মামুন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৮১৮৯৫৯৩৪২	mhalmamun74@gmail.com
৫৮.	**টিটিসি, মানিকগঞ্জ** পশ্চিম বাঙ্কুটিয়া, মানিকগঞ্জ	জনাব নূর অতএব আহম্মদ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২৬০২০৪৫৪ ০১৬১৬০২০৪৫৪	ttcmanikgonj2016@gmail.com
৫৯.	**টিটিসি, বরগুনা** পুলিশ লাইন রোড, বরগুনা	জনাব কাজী বরকতুল ইসলাম অধ্যক্ষ	০৪৪৮-৫১৩৫৫ ০১৭১১৭৮০১১৪	borgunattc@zahoo.com
৬০.	**টিটিসি, মাগুরা** মাগুরা	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১৮৪০৯১১২	ttcmagura@gmail.com
৬১.	**টিটিসি, গাইবান্ধা** খোলাহাটী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম অধ্যক্ষ	০১৭১৫১৫০৩৩৬	ttc.gaibandha@gmail.com
৬২.	**টিটিসি, সাতক্ষীরা** বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা	জনাব কে, এম, মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৫৮৫৫৫৫	satkhirattc@gmail.com
৬৩.	**টিটিসি, মৌলভীবাজার** মৌলভীবাজার	জনাব শেখ মোহাম্মদ নাহিদ নিয়াজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৯৩০৮৪২০৭৪	ttcmoulvibazar@gmail.com
৬৪.	**টিটিসি, শরীয়তপুর** শরীয়তপুর	জনাব স.ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২০৬০৯৫৮০	shariatpurttc@gmail.com
৬৫.	**টিটিসি, নওগাঁ** নওগাঁ	জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১৫২৯৪৭৭১	ttcnaogaon@gmail.com
৬৬.	**টিটিসি, নেত্রকোনা** নেত্রকোনা	জনাব পীযুষ কান্তি সরকার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৪৮৮০৩৯	netrakonattc@gmai.com
৬৭.	**টিটিসি, মেহেরপুর** মেহেরপুর	জনাব আরিফ হোসেন তালুকদার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৭৭৫৩৮৮	meherpurttc@gmail.com
৬৮.	**টিটিসি, মাদারীপুর** মাদারীপুর	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২০৮৮২২৯	madaripurttc@gmail.com
৬৯.	**টিটিসি, সুনামগঞ্জ** হালুয়ারগাঁও, সুনামগঞ্জ	জনাব মোঃ আব্দুর রব অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭৭২০০৩৫৪৫	sunamgonjttc@gmail.com
৭০.	**টিটিসি, ফেনী** কাশিমপুর, ফেনী সদর, ফেনী	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন মোল্লা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১২৪৬০৩২১	fenittc18@gmail.com

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

ঢাকা বিভাগ

১.	**ডিইএমও, ঢাকা** প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা	জনাব জান্নাতুল ফিরদাউস রুপা সহকারী পরিচালক	০১৯৭১৮২১১৬২ ০১৭১০৭৫৬৬১৯ ০২-৫৫১৩৮৬৮৪-৫	ad.demodhaka@gmail.com
২.	**ডিইএমও, ফরিদপুর** ২৩/২৩, রথখোলা (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন), ফরিদপুর।	জনাব ষষ্ঠী পদ রায় সহকারী পরিচালক	০৬৩১/৬২৬২০ ০১৭৪৮-৯৪৯৫২৯	demofaridpur@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৩.	**ডিইএমও, গোপালগঞ্জ** গোপালগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট, গোপালগঞ্জ।	জনাব আবু মোঃ রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	০২-৬৬৮৫২৮৮ ০১৯২৪-৬৫৯৩৪২	demogopalganj@gmail.com
৪.	**ডিইএমও, জামালপুর** ভোকেশনাল মোড়, বজরাপুর, জামালপুর।	জনাব গোলাম মোস্তফা আকন্দ সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৭১২০-০০৯২৯৯ ০১৭৪৫০৩৪৬৩৪	bmetjamalpur2019@gmail.com
৫.	**ডিইএমও, কিশোরগঞ্জ,** গাইটাল (সার্কিট হাউজ সংলগ্ন) কিশোরগঞ্জ	জনাব মোঃ আলী আকবর সহকারী পরিচালক	০৯৪১/৬২২৩৭ ০১৭১০-৭৫৬৬১৯	aliakbarhok@gmail.com
৬.	**ডিইএমও, মানিকগঞ্জ** ৪৯, বেউথা মেইন রোড, মানিকগঞ্জ।	জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক	০২-৭৭১০২৩০ ০১৭২৯-৯৬৪৬৮০	demomanikganj@gmail.com
৭.	**ডিইএমও, মুন্সিগঞ্জ** হোল্ডিং নং পুরাতন-৩৪৫, নতুন-৬৮১, বোগদাদীয়া প্লাজা, বাগমামুদালী পাড়া, সদর রোড, মুন্সিগঞ্জ।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০২-৭৬১২১১৩ ০২-৭৬২০১৮৫(নতুন) ০১৮১৭-০১২৩০৫	demomoon77@gmail.com
৮.	**ডিইএমও, ময়মনসিংহ** ২৮, গগন চৌধুরী মাঠ লেন, কালী বাড়ী, ময়মনসিংহ।	জনাব মোঃ এনামুল হক সহকারী পরিচালক	০১৮১৬-৯২৫৬৩৭ ০১৭২১৪৯৭১৫৭	demomzmensingh@gmail.com
৯.	**ডিইএমও, নরসিংদী** কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ভবন, নরসিংদী।	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম উপ-সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	৯৪৬২৩৬২ ০১৭১৪৩৮৯৬৩২	demo.narshingdi@gmail.com
১০.	**ডিইএমও, নেত্রকোনা** সাং-নাগড়া, (অফিসার্স কোয়ার্টারের পার্শ্বে) নেত্রকোনা।	জনাব আবুল কালাম আজাদ উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১৪৬৮৮৩৩৮	demonetrokona@bmet.gov.bd
১১.	**ডিইএমও, টাঙ্গাইল** আশেকপুর, ঢাকা রোড, টাঙ্গাইল।	জনাব কার্তিক চন্দ্র দেবনাথ সহকারী পরিচালক	০৯২১-৬৩৩৯৫ ০১৭২৭৩৩১৮১৪	motangail@bmet.gov.bd

চট্টগ্রাম বিভাগ

১২.	**ডিইএমও, কুমিল্লা** ২৫, বাগিচাগাঁও, চান্দলা হাউজ, কুমিল্লা।	জনাব দেবব্রত ঘোষ সহকারী পরিচালক	০৮১-৬৫৪৮৭ ০১৭১২২৬৪১১৭	democomilla@gmail.com
১৩.	**ডিইএমও, চট্টগ্রাম** সিজিও বিল্ডিং নং-২, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।	মোঃ জহিরুল আলম মজুমদার উপ-পরিচালক (চলতি দা:)	০৩১-৭২০৮৮১, /৭২১৬৩৯ ০১৭৩০১৭৮৭৮৩	zahirbmet@gmail.com
১৪.	**ডিইএমও, রাঙ্গামাটি** বিজয় সরণি, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি।	জনাব নীহার কান্তি খীসা সহকারী পরিচালক	০৩৫১/৬২২৫২ ০১৮২৮-৯১২১৪৭	demorangabmet@zahoo.com
১৫.	**ডিইএমও, চাঁদপুর।** হোল্ডিং নং-০০১৮-০০১৯(০১) স্টেডিয়াম রোড আউটার স্টেডিয়াম সুইমিংপুল গেইটের বিপরীতে, চাঁদপুর।	জসিম উদদীন উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮৪১-৬৩৭৩১ ০১৭৩২২৪৪৯৮৪	demochandpur2017bd@ gmail.com
১৬.	**ডিইএমও, নোয়াখালী** দাসবাড়ী (কমিশনারের বাড়ী), বিনোদপুর রোড, দত্তের হাট, সদর, নোয়াখালী।	জনাব আবু সালেক সহকারী পরিচালক	০৩২১-৬১৩১২ ০১৭৩৮০০৭৭২৫	demonoakhali@zahoo.com abusalekbogra91@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৭.	**ডিইএমও, ফেনী** বাসা নং-৩৭৭ (নীচ তলা) (পশ্চিম পার্শ্বে) শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, ফেনী।	জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন সহকারী পরিচালক	০১৭১৬-৫৬৬২৯৮	rajufeni@gmail.com
১৮.	**ডিইএমও, খাগড়াছড়ি** হালিমা মঞ্জিল, শান্তিনগর রোড, গ্রামঃ শান্তিনগর, খাগড়াছড়ি পৌরসভা, উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	জনাব নীহার কান্তি খীসা সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৩৭১-৬১৯৫৯ ০১৮২৮-৯১২১৪৭	
১৯.	**ডিইএমও, বান্দরবান** টিম্বার ট্রেড ভবন, গোরস্থান মসজিদ রোড, বান্দারবান-৪৬০০।	জনাব মোঃ নজিব উল্যা উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩৬১/৬২৩৮৭ ০১৮১৬১৫৪৭৮০	demobandarban@gmail.com
২০.	**ডিইএমও, কক্সবাজার,** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, কক্সবাজার	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩৪১/৫২২০৮ ০১৬৭২৭০৪৫৩৩	democoxbazar@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ

২১.	**ডিইএমও, রাজশাহী** আরডি ভবন ২য় তলা, টিটিসি ক্যাম্পাস, সপুরা, রাজশাহী	জনাব মোহাঃ আব্দুল হান্নান সহকারী পরিচালক	০৭২১-৭৬০৭৭৬ ০১৭১৯-৬১৮৫৮৭	demorajshahi@gmail.com
২২.	**ডিইএমও, বগুড়া** কনভেনশন সেন্টার সংলগ্ন, মালতি নগর, বগুড়া	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৫১-৬৬৯৬২ ০১৭১৫১৩৯১৩৯	demobogra@bmet.gov.bd atiq70@gmail.com
২৩.	**ডিইএমও, পাবনা** কফিল উদ্দিন পাড়া, চার তলা মোড়, পাবনা	জনাব আখলাক উজ জামান সহকারী পরিচালক	০৭৩১-৬৫৪০৮ ০১৭২৭-৩১৮৩৫৩	demopabna@gmail.com
২৪.	**ডিইএমও, সিরাজগঞ্জ** প্লট নং-৮৯৬, নিউ বগুড়া রোড, সিরাজগঞ্জ।	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহকারী পরিচালক	০৭৫১-৬৪০১৫ ০১৭১৬১৬০৫৮০	demoserajgonj@bmet.gov.bd adanwar2013@gmail.com
২৫.	**ডিইএমও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** ২৪৯ শাহীবাগ (সার্কিট হাউজ মোড়) থানা ও জেলা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৭৮১-৫৩০৯১ ০১৫৫২৪২৮২২৪	demochapai@gmail.com
২৬.	**ডিইএমও, জয়পুরহাট** সওদাগর হাউজ, জামালগঞ্জ রোড, জয়পুরহাট।	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৭১-৬২১৩১ ০১৭১৮৯৯৫৫১০	demojozpurhat@gmail.com mosharrofmanpower@gmail.com

খুলনা বিভাগ

২৭.	**ডিইএমও, খুলনা** নাহার ম্যানশন, বাড়ী নং-১৫০, রোড নং-৯ সোনাডাংগা আবাসিক এলাকা (১ম ফেজ), খুলনা।	জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী উপ-পরিচালক (চলতি দা:)	০৪১-৭৩১৭৫২ ০১৭২১৪৭৪৫৪৭	demokhulna@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
২৮.	**ডিইএমও, যশোর** প্লট নং-৬৪, সেক্টর-২, হোল্ডিং নং-৫, নিউমার্কেট, ঢাকা রোড, যশোর।	জনাব রাহেনুর ইসলাম সহকারী পরিচালক	০৪২১-৬৬৯১৬ ০১৯১১৯৩১৪৩১	demojessore@gmail.com
২৯.	**ডিইএমও, ঝিনাইদহ** ৯৮২, সার্কিট হাউজ রোড, চাকলা পাড়া, ঝিনাইদহ।	জনাব সবিতা রানী মজুমদার সহকরী পরিচালক	০৪৫১-৬২৯১৯ ০১৭১৫৮৬৭৯৩৮	jhenaidahdemo@gmail.com
৩০.	**ডিইএমও, চুয়াডাঙ্গা** বাড়ী নং-০৫, রোড নং-০৫, সদর হাসপাতাল রোড, চুয়াডাঙ্গা।	জনাব মোহাম্মদ হাসান আল কামাল সহকারী পরিচালক	০৭৬১-৬২৬৫১ ০১৯১৪৮১৮১৮০	demochuadanga@gmail.com
৩১.	**ডিইএমও, কুষ্টিয়া** মাতৃছায়া ৭/৯, পিটিআই রোড (৩য় তলা), কুষ্টিয়া।	জনাব মসফিকুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭১-৭৩৩৮৬ ০১৭১৫-৬৫২৬৭৫	demokustia@bmet.gov.bd demokushtia@gmail.com
৩২.	**ডিইএমও, সাতক্ষীরা** শহীদ নাজমুল সরণী, মাস্টারপাড়া মোড়, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	জনাব মোস্তফা জামান সহকারী পরিচালক	০৪৭১-৬৩২৪০ ০১৭১০১২৩৭০৯	demoshatkhira@bmet.gov.bd demoshatkhira.bmet@gmail.com

বরিশাল বিভাগ

৩৩.	**ডিইএমও, বরিশাল** মুসলিম পাড়া, চৌমাথা, সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের সম্মুখে, বরিশাল।	জনাব এ কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৬৪৩ ০১৭১৫৮৫১৫৩৩	demobarisal@gmail.com shabujad@gmail.com
৩৪.	**ডিইএমও, বরগুনা** রশীদ ভবন, কলেজ ব্রাঞ্চ রোড, বরগুনা।	জনাব এ কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (অঃ দাঃ)	০৪৪৮-৬২২৫৬ ০১৭১৫-৮৫১৫৩৩	demobarguna@gmail.com
৩৫.	**ডিইএমও, ভোলা** তালুকদার সড়ক, কালিনাথ বাজার ৪র্থ তলা, ভোলা।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৪৯১-৬২৮৩২ ০১৭১২৭০৮৪৬৮	demobhola@bmet.gov.bd mosharrafadbmet@gmail.com
৩৬.	**ডিইএমও, পটুয়াখালী** ১৯/১, কালিকাপুর, ছোট চৌরাস্ত, খন্দকার মটরস এর ২য় তলা, পটুয়াখালী।	জনাব এ কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (অঃ দাঃ)	০৪৪১-৬২১৪০ ০১৭১৫-৮৫১৫৩৩	demopotuakhali@gmail.com

রংপুর বিভাগ

৩৭.	**ডিইএমও, রংপুর** বাসা-৬৫, আর.কে রোড-২, ইসলামবাগ, রংপুর।	জনাব আমেনা পারভীন সহকারী পরিচালক	০৫২১-৬৫৪২৯ ০১৭১১১৫৯৩০৬	ad.demorangpur@gmail.com
৩৮.	**ডিইএমও, গাইবান্ধা** ডি, বি, রোড, সাদুল্লাপুর রাস্তার মোড়,গাইবান্ধা।	জনাব মোঃ নেশারুল হক উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৪১-৫১৮৪২ ০১৭১২২৯৮৩৮৯	demogaibandha@gmail.com

৩৯.	**ডিইএমও, পঞ্চগড়** সাং-মসজিদপাড়া, উপজেলা-পঞ্চগড়। সদর রোড, জেলা-পঞ্চগড়।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৬৮-৬১৩৭৭ ০১৭৫৫৪২৯৮১৪	adpanchagar@gmail.com
৪০.	**ডিইএমও, দিনাজপুর** গণেশ তলা, মডার্ন মোড়, দিনাজপুর। সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	জনাব মোঃ আঃ হাকিম প্রামানিক উপসহকারী পরিচালক	০৫৩১-৬৫০৫৯ ০১৭৪০৬২৮৫৩৮	addinajpur@zahoo.com

সিলেট বিভাগ

৪১.	**ডিইএমও, মৌলভীবাজার** ১৬২, ছয়ারপুর কাশিনাথ রোড মৌলভীবাজার।	জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৮৬১-৫২১৯৯ ০১৯১৫-০৮০৯৩৬	addemomoulvibazar2@gmail.com
৪২.	**ডিইএমও, সিলেট** বাড়ি নং-১, রোড নং-৪১, ব্লক-সি, উপশহর, সিলেট।	জনাব মীর কামরুল হোসেন সহকারী পরিচালক	০৮২১-৭১৭৫৩৪ ০১৬৭৭১৩১৯৫৪	demoadszlhet@zahoo.com

শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ

১।	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর, ঢাকা।	জনাব মোঃ মশিউর রহমান খান সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।	০২-৮৩০০৩৭২ ০১৭১৬৫০৩৯৭৪
২।	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর, খুলনা।	মোঃ আব্দুল অহিদ মোড়ল সহকারী পরিচালক	৪৬ পলিটেকনিক কলেজ রোড, খালিশপুর, খুলনা।	০৪১/৭৬১০৯৪ ০১৯১২৩৮৩০৯০
৩।	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর, চট্টগ্রাম।	জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	০৩১/৬৮২০৭৪ ০১৬৮৯৮২০৮৪১

মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যাব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

দালালের হাতে পড়ে করবো না নিজের ক্ষতি, জেনে বুঝে বিদেশ যাবো গড়বো দেশের অর্থনীতি

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ছাড়া দালাল কিংবা অন্য কারও সাথে আর্থিক লেনদেন করবেন না।

অভিবাসন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বিএমইটি, নিকটস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: www.bmet.gov.bd

নিরাপদ অভিবাসনে অঙ্গীকারাবদ্ধ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

www.probashi.gov.bd